সাংখ্যকারিকা

সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

স্বামী ভাবঘনানন্দ
অনূদিত

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

অমলেন্দু মণ্ডল

ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত

সাংখ্যকারিকা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও মন্তব্য

স্বামী ভাবঘনানন্দ

কর্ত্তৃক অনূদিত

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

A. Mondal

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও মন্তব্য

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে[১] হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥১॥

অন্বয় ঃ দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ (দুঃখত্রয়ের অভিঘাতবশতঃ) তদবঘাতকে (তাহার দুঃখের বিনাশ) হেতৌ (কারণে বা উপায় বিষয়ে) জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা)। দৃষ্টে (দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে) সা (সেই জিজ্ঞাসা) অপার্থা (ব্যর্থ) চেৎ ন (যদিও না হয়) একান্ত (অবশ্যম্ভাবী) অত্যন্ততঃ (সম্পূর্ণভাবে) অভাবাৎ (অভাবহেতু বা অভাব হয় বলিয়া) [অর্থাৎ দুঃখ নিবৃত্তি হয় না]।

অনুবাদ ঃ দুঃখত্রয়ের অভিঘাতবশতঃ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-এই ত্রিবিধদুঃখ) দুঃখের নিবৃত্তির উপায় জানিবার ইচ্ছা হয়। যদিও দৃষ্ট-উপায়ে দুঃখত্রয়নিবৃত্তিতে এই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই বলা যায় না, কারণ দৃষ্ট উপায় দ্বারা অবশ্যম্ভাবী ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না।

মন্তব্য ঃ দুঃখ হইতে রেহাই পাওয়ার যে সব দৃষ্ট উপায় অর্থাৎ লৌকিক উপায় সাধারণত দেখা যায়, এইগুলি অবশ্যম্ভাবী ও ঐকান্তিক নয়। যেমন ঔষধ প্রয়োগে অনেক ব্যাধির উপশম হইলেও ইহা সাময়িক উপশম,

১ পাঠান্তর ঃ অভিঘাতকে।

আত্যন্তিক নয় বা অবশ্যম্ভাবীও নয়। কেননা ঔষধ প্রয়োগেও অনেক ব্যাধির উপশম হয় না। কাজেই প্রশ্ন হয় যে অবশ্যম্ভাবী ও ঐকান্তিক কোনও উপায় এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য আছে কিনা? তাই কারিকাতে একান্ত (অবশ্যম্ভাবী) ও অত্যন্ততঃ (ঐকান্তিক) এই দুইটি শব্দ আছে। এই অবশ্যম্ভাবী ও ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নানা উপায়ের কথা নানা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, অধিকারিভেদে। সাংখ্যকারিকাতে ইহার উপায় আলোচিত হইয়াছে—তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান।

দুঃখত্রয় বা ত্রিবিধদুঃখ—আমাদের জীবনে যত দুঃখ আছে তাহা এক ধরনের বা এক প্রকারের নহে, তাই যত দুঃখ আছে সবগুলিকে শাস্ত্রে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা—

১) আধ্যাত্মিক ২) আধিভৌতিক ও ৩) আধিদৈবিক।

JO3TT **(১) আধ্যাত্মিক ঃ** অধ্যাত্ম+ষ্ণিক্ প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক শব্দটি পাওয়া যায়। অর্থাৎ অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয়। অধ্যাত্ম আবার আত্মানম্ অধিকৃত্য = অধ্যাত্ম (শব্দ), অধ্যাত্মম্ (পদ)। আত্মাকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয়। আত্মা শব্দের আবার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার অর্থ দেখা যায় (ক) শরীর ও (খ) মন। এইজন্য শরীর ও মন সম্বন্ধীয় সব দুঃখই যথাক্রমে শারীরিক ও মানসিক বলা হয়। শারীরিক দুঃখ, যেমন বিভিন্ন ব্যাধিজনিত কষ্ট। মানসিক দুঃখ যেমন মনোকষ্ট, মনোব্যথা-তিরস্কার ও অপমানাদিজনিত।

D13.III **(২) আধিভৌতিক ঃ** অধিভূত + ষ্ণিক্; আবার অধিভূত কথার অর্থ ভূতসমূহকে অধিকার করিয়া। ভূত অর্থাৎ প্রাণিসমূহ হইতে যেসব দুঃখ আসে সবই আধিভৌতিকের অন্তর্গত। যেমন ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুর, মশকাদি, সর্পাদি দংশনজনিত দুঃখ ও দস্যু, তস্করাদি হইতে যেসব দুঃখ উপস্থিত হয়।

(৩) আধিদৈবিক ঃ পূর্বের মতো অধিদেব + ষ্ণিক্ প্রত্যয়ে গঠিত। অধিদৈব দেবতা সম্বন্ধীয়। তাই দেবতার কোপে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেসব দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা সবই আধিদৈবিক, যেমন ভূমিকম্প, বজ্রপাত,

ঘূর্ণিবাত্যা, ঝড়, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষাদিজনিত দুঃখ। যেমন প্রচলিত আছে যে, বা শাস্ত্রাদিতে বলা হয় যে, ইন্দ্র দেবতার কোপে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি হয় এবং অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ ও অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা হয় ও বহু কষ্টের কারণ হয়, নানাভাবে দেশের ক্ষতি হয়।

দুঃখত্রয় অভিঘাত রয়েছে নিশ্চয়।
পরিত্রাণ উপায়টি জিজ্ঞাস্যও হয় ॥
নানা শাস্ত্রে নানাভাবে রয়েছে উপায়।
সাংখ্যমতে উপায়টি এই কারিকায় ॥

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥২॥

অন্বয় ঃ আনুশ্রবিকঃ (বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি) দৃষ্টবৎ (দৃষ্ট উপায় সদৃশ) সঃ (সেই যাগযজ্ঞাদি) হি (যেহেতু) অবিশুদ্ধি (পাপাদিদোষযুক্ত) ক্ষয়-অতিশয়যুক্তঃ (ক্ষয় ও তারতম্যাদি যুক্ত)। তৎ-বিপরীতঃ (সেই যাগযজ্ঞের বিপরীত) শ্রেয়ান্ (শ্রেয়তর বা উৎকৃষ্টতর) ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ (ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ [পুরুষ] এই তিনের সম্যকজ্ঞান হইতে) [আত্যন্তিক ও অবশ্যম্ভাবী দুঃখনিবৃত্তি হয়]।

অনুবাদ ঃ বৈদিক যাগযজ্ঞাদি, দৃষ্ট উপায়ের সদৃশ দুঃখের অবশ্যম্ভাবী ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে না, যেহেতু ইহা পাপাদিদোষযুক্ত, পুণ্যক্ষয় ও তারতম্যাদি দোষযুক্ত। ইহার বিপরীত উৎকৃষ্টতর ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ অর্থাৎ যিনি জানেন, সেই পুরুষ এর জ্ঞান হইতে একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হয়।

মন্তব্য : অনুশ্রবঃ অর্থাৎ বেদ, গুরুর নিকট হইতে শিষ্যকে শুনিতে হয়, এইজন্য বেদাদি মন্ত্রকে শ্রুতিও বলা হয়। গুরু হইতে অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ পরে শুনা হয় বলিয়া বেদকে অনুশ্রব বলা হয়। এই বেদাদি বিহিত যাগযজ্ঞাদি উপায়কেই আনুশ্রবিক বলা হয়। এইগুলি স্বর্গাদি ফলপ্রদ, কিন্তু আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারে না, কেননা এইগুলিও অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত। স্বর্গাদি ফলও বন্ধন করে, মুক্তি দিতে পারে না। পুণ্যক্ষয় হইলেই স্বর্গাদি ছাড়িতে হয় তাই ইহা ক্ষয়যুক্ত এবং পুণ্যের তারতম্যানুসারে স্বর্গাদিফলের তারতম্য হয় বলিয়া ইহা অতিশয়যুক্ত ও দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ের মতোই আত্যন্তিক নিবৃত্তি দানে অক্ষম। ইহার বিপরীত অবিশুদ্ধি ক্ষয় ও অতিশয় বিমুক্ত বা বিযুক্ত, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এই তিনের বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ বা সম্যক্‌জ্ঞান হইতেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হয়। এই বাহ্য জগতই ব্যক্ত, সাংখ্য মতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এই তেইশটি তত্ত্বকে ব্যক্ত বলে। ব্যক্তের কারণ প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলে। জ্ঞ = জ্ঞা+ড অর্থাৎ যিনি জানেন আত্মা, সাংখ্যমতে পুরুষকেই জ্ঞ বলা হয়। এই তিনটির সম্যক্‌জ্ঞান হইলেই মুক্তি লাভ হয় ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়।

তত্ত্ব জ্ঞানে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি।
সাংখ্য মতে ইহাই তো রয়েছে স্বীকৃতি ॥
চতুর্বিংশ তত্ত্ব তাই এই কারিকায়।
বিস্তারিত হইয়াছে সুষ্ঠু বর্ণনায় ॥

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥৩॥

অন্বয় ঃ মূলপ্রকৃতিঃ (প্রধান) অবিকৃতি (কাহারও বিকার বা বিকৃতি নয়) মহৎ-আদ্যাঃ সপ্ত (মহৎকে আদি করিয়া সাতটি তত্ত্ব [সাতটি প্রকৃতি—মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র-শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ]) প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ (প্রকৃতি ও বিকৃতি)। ষোড়শকঃ তু বিকারঃ (ষোলটি কেবল বিকার), পুরুষঃ (পুরুষ) ন প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি নয়) ন বিকৃতিঃ (বিকৃতি নয়)।

অনুবাদ ঃ মূল প্রকৃতি (প্রধান) অবিকৃতি, মহৎ হইতে শুরু করিয়া সাতটি প্রকৃতি ও বিকৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোলটি কেবল বিকৃতি, পুরুষ প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়।

মন্তব্য ঃ জগতের সমস্ত বিকারী পদার্থের আদি কারণ বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রে প্রধানকে মূল প্রকৃতি বলা হয়। তাহা হইতেই সব কিছু সৃষ্ট হয়। প্রধান কিন্তু বিকৃতি নহে, ইহা অন্য কোন পদার্থের কার্য নহে। তাই মূল প্রকৃতিকে অবিকৃতি বলা হইয়াছে মহৎকে আদি করিয়া সাতটি অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) অন্যের কারণ হয় বলিয়া প্রকৃতি এবং নিজেরা অন্যের কার্য বলিয়া বিকৃতিও বটে। যেমন মহৎ প্রধান হইতে উৎপন্ন হয় তাই বিকৃতি আবার মহৎ হইতে অহঙ্কারও উৎপন্ন হয়, তাই মহৎ প্রকৃতিও বটে এইরূপ অন্য ছয়টিও । তাই এই সাতটি তত্ত্বকে প্রকৃতি ও বিকৃতি বলা হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ-মহাভূত এই ষোড়শ পদার্থ বিকৃতি বা কার্য, অন্য কোন তত্ত্বের বা পদার্থের কারণ নহে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ (লিঙ্গ) এই পাঁচটিকে কর্মেন্দ্রিয় বলে। মন উভয়েন্দ্রিয়। ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)—এইগুলিকে পঞ্চমহাভূত বলা হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কারের বিকৃতি বা বিকার এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রের বিকারকেই পঞ্চমহাভূত বলা হয়। এইজন্য এই ষোলটিকে

শুধু বিকার বলা হয়। পুরুষ কিন্তু কাহারও প্রকৃতিও নয় এবং বিকৃতিও নয় অর্থাৎ কাহারও কারণ নয় এবং কার্যও নয় তিনি নিমিত্ত কারণ। এইজন্য প্রচলিত আছে,"ইনি যেন সাংখ্যের পুরুষ" অর্থাৎ একেবারেই নির্বিকার—কোন কিছুতেই নাই, অথবা একেবারেই উদাসীন, কোন কিছুরই কারণ নয়, ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে। অতএব পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব নিম্নপ্রকার ঃ

(১) মূলপ্রকৃতি—যাহা অবিকৃতি। (২) প্রকৃতি-বিকৃতি—মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি। (৩) বিকৃতি ষোলটি—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত। (৪) বিকৃতিও নয় প্রকৃতিও নয়—পুরুষ। অতএব তত্ত্ব সংখ্যা ১+৭+১৬+১=২৫।

পঞ্চবিংশ তত্ত্বইতো তৃতীয়তে রয়।
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হতে যাহা স্পষ্ট হয় ॥
যথাযথ তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তিটি নিশ্চয়।
সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এটি সন্দেহ না রয় ॥

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি ॥৪॥

অন্বয় ঃ সর্ব প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ (সমস্ত প্রমাণসিদ্ধত্ব হেতু অর্থাৎ সমস্ত প্রমাণ সিদ্ধ হয় বলিয়া) দৃষ্টম্ (প্রত্যক্ষ প্রমাণ) অনুমানম্ (অনুমান প্রমাণ) আপ্ত বচনং চ (ও আপ্ত বচন) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) প্রমাণম্ (প্রমাণ) ইষ্টম্ (স্বীকার্য বা আকাঙ্ক্ষিত)। হি (যেহেতু) প্রমাণাৎ (প্রমাণ হইতে) প্রমেয় সিদ্ধিঃ (প্রমাণের বিষয় সিদ্ধি অর্থাৎ সাধিত হয় বা প্রমাণিত হয়)।

অনুবাদ ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন—এই তিনটি প্রমাণ সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকার্য। এই তিনটি প্রমাণ দ্বারা অন্য সমস্ত প্রমাণ সাধিত হয় । এই তিনটি প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি অর্থাৎ সাধিত হয়।

মন্তব্য ঃ মা ধাতুটির অর্থ হয়, মাপা বা পরিমাণ করা। কাজেই যাহা দ্বারা কোনও কিছু মাপা বা পরিমাণ সহজ কথায় বুঝা যায়—তাহাই প্রমাণ। প্রমাণের বিষয় হয় প্রমেয়, অর্থাৎ যাহাকে মাপা হয় বা পরিমাণ করা হয়। সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার্য, এই তিনটি দ্বারা অন্যান্য যত প্রমাণ বিভিন্ন শাস্ত্রে বা বিভিন্ন মতে বলা হইয়াছে, সবই সিদ্ধ হয়। কাজেই এই তিনটির অতিরিক্ত অন্য প্রমাণ স্বীকার করিতে হয় না। আপ্ ধাতুর অর্থ পাওয়া বা লাভ করা, তাই আপ্ত অর্থ হয়—যিনি পাইয়াছেন বা লাভ করিয়াছেন—অর্থাৎ সহজ কথায় সিদ্ধ বা যিনি বস্তু লাভ করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন, যেমন বেদের ঋষিগণ সকলেই আপ্ত বা সত্যদ্রষ্টা—তাঁহাদের বচন বা আবিষ্কৃত সত্যই বেদ। ঋষিদের এই বচনই বেদ ও আপ্ত বচন। ইহা ছাড়া কপিলাদি ঋষিগণের বচনও আপ্তবচন বা আপ্তবাক্য। তাঁহাদের প্রচারিত বা কথিত সব কিছুই প্রমাণ বলিয়া সাংখ্যমতে গণ্য করা হয়। কাজেই সাংখ্যমতে প্রমাণ ত্রিবিধ এবং প্রমেয়ও ত্রিবিধ, যথা ঃ প্রমাণ—দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবচন এবং প্রমেয়—ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ। তিনটি প্রমেয় মিলিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হয়। আত্মাকে বলা হয় প্রমাতা, প্রমাতৃ শব্দের ১মা, এক বচন। প্রমাতৃ = প্র-মা+তৃচ্ বা তৃন্।

দৃষ্ট অনুমান আর আপ্ত যে বচন।
চতুর্থেতে এ তিনের রয়েছে কথন ॥
সাংখ্যমতে প্রয়োজন এ-তিন- প্রমাণ।
কার্যসিদ্ধি এতে হয় মিলে সমাধান ॥

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু ॥৫॥

অন্বয় ঃ প্রতিবিষয় অধ্যবসায়ঃ (প্রতিবিষয়ে যে অধ্যবসায়) দৃষ্টম্ (তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ) অনুমানং (অনুমান প্রমাণ) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) আখ্যাতম্ (কথিত হয়) তৎ (সেই) [অনুমান] লিঙ্গলিঙ্গীপূর্বকম্ (লিঙ্গলিঙ্গী-পূর্বক)। তু (কিন্তু) আপ্তশ্রুতিঃ (আপ্তশ্রুতি) আপ্তবচনম্ (আপ্তবচন নামক প্রমাণ)।

অনুবাদ ঃ প্রতিবিষয়ে যে অধ্যবসায় তাহা দৃষ্ট প্রমাণ। অনুমান ত্রিবিধ কথিত। তাহা লিঙ্গলিঙ্গীপূর্বক (যেমন—ধূম দ্বারা অগ্নি জানা যায় বা ধূম অগ্নিকে জানাইয়া দেয়—তাই ধূম হইল লিঙ্গ বা ব্যাপ্য এবং যাহা জানা যায় তাহা লিঙ্গী বা ব্যাপক যেমন অগ্নি লিঙ্গী বা ব্যাপক। তাই বলা হইয়াছে অনুমান লিঙ্গলিঙ্গীপূর্বক)। কিন্তু আপ্তশ্রুতি আপ্তবচন নামক প্রমাণ।

মন্তব্য ঃ শব্দ স্পর্শাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সুখদুঃখাদি অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকলকে বিষয় বলে। এই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি বা জ্ঞানই অধ্যবসায়। প্রতি বিষয়ে যে অধ্যবসায় তাহাই দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সাংখ্যমতে যাহা দ্বারা অনুমিতি জ্ঞান হয়, তাহাই অনুমান যেমন ধূম দেখিয়া অগ্নির সম্বন্ধে অনুমিতি জ্ঞান হয় অর্থাৎ অনুমান হয়। তাই ধূম অনুমান প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতঃ দৃষ্ট ভেদে তিন প্রকার। যেমন পূর্বে ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান হয় বলিয়া এই ধূম পূর্ববৎ অনুমান। সাগরের একবিন্দু জল যদি লবণাক্ত হয়, তাহা হইলে

সমস্ত জলই লবণাক্ত হইবে—ইহাই শেষবৎ অনুমান। সামান্য শব্দের অর্থ হয় সাধারণ—কোন বস্তুর সাধারণ কার্য দেখিয়া কোন কিছুর অনুমানকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলা হয়। যেমন একটি আমগাছে মুকুল হইয়াছে দেখিয়া সকল আমগাছেই মুকুলের অনুমান করা হয়। এই অনুমান লিঙ্গলিঙ্গীপূর্বক অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক ভাবরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞানবিশিষ্ট। লিঙ্গ অর্থ হেতু ব্যাপ্য এবং লিঙ্গী হলো লিঙ্গ যাহার আছে তাহা লিঙ্গী অর্থাৎ হেতু যাহার আছে হেতুমৎ অর্থাৎ ব্যাপক তাহাই লিঙ্গলিঙ্গীপূর্বক অর্থ হয়। ব্যাপ্য ও ব্যাপক ভাবরূপ জ্ঞান অর্থাৎ সহজ কথায় ব্যাপ্তিজ্ঞান—যাহা দ্বারা কোন কিছু জানা যায় তাহা লিঙ্গ—সহজ ভাষায় বলে চিহ্ন বা লক্ষণ। যেমন—ধূম দ্বারা অগ্নি জানা যায় বা ধূম অগ্নিকে জানাইয়া দেয়—তাই ধূম হইল লিঙ্গ বা বাপ্য এবং যাহা জানা যায় তাহা লিঙ্গী বা ব্যাপক, যেমন অগ্নি লিঙ্গী বা ব্যাপক। তাই বলা হইয়াছে অনুমান লিঙ্গলিঙ্গীপূর্বক। এই দুইটি (লিঙ্গ ও লিঙ্গী) অনুমানে থাকিবেই। তাই উক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা, কতকগুলি অনুমান প্রমাণ দ্বারা ও কতিপয় আপ্তবচন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। আপ্তবচন—'আপ্ত' শব্দের অর্থ প্রাপ্তি বা উপলব্ধি, যাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি থাকে তিনিই আপ্ত। 'শ্রুতি' শব্দ, দ্বারা বেদ বুঝায়, গুরু হইতে শ্রবণ করা হইত বলিয়া। কাজেই বেদ সকল শ্রুতি—তাই আপ্তবচন প্রমাণ। বেদের মন্ত্রাদির সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণও আপ্ত, কাজেই তাঁহাদের বচন আপ্ত প্রমাণের বা আপ্তবচন প্রমাণের অন্তর্গত। ইহার অন্য নাম আগমপ্রমাণ।

ত্রিবিধ প্রমাণ-সংজ্ঞা পঞ্চমেতে রয়।
যাতে এদের পার্থক্য বোধগম্য হয় ॥
পঞ্চমের অধ্যয়নে প্রমাণ বৈশিষ্ট্য।
স্পষ্ট করে বুঝা যায় হয় নাকো কষ্ট ॥

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তবচনাৎ সিদ্ধম্ ॥৬॥

অন্বয় ঃ সামান্যতঃ দৃষ্টাৎ অনুমানাৎ তু (কিন্তু সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান হইতে) অতীন্দ্রিয়াণাং (অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহের) প্রতীতিঃ (জ্ঞান হয়) তস্মাৎ অপি চ (তাহা হইতে অর্থাৎ সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান হইতে এবং শেষবৎ অনুমান দ্বারাও) অসিদ্ধম্ (অসিদ্ধ)।পরোক্ষম্ (পরোক্ষ) আপ্তবচনাৎ সিদ্ধম্ (আপ্তবচন হইতে বা আগম প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ ঃ সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান হইতে অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহের জ্ঞান হয়। তাহা হইতে (অর্থাৎ সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান হইতে এবং শেষবৎ অনুমান দ্বারাও) অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ যদি অসিদ্ধ হয়, তাহা আপ্তবচন দ্বারা সিদ্ধ হইবে।

মন্তব্য ঃ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাহাই অতীন্দ্রিয়। সামান্যতঃ দৃষ্ট ও শেষবৎ অনুমান দ্বারা এইরূপ প্রায় পদার্থেরই জ্ঞান হয়, যদি এইভাবে এই দুইটি অনুমান দ্বারাও কোন কিছু সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, তাহাও আপ্তবচন বা আগম প্রমাণে সিদ্ধ হয়।

অনুমানে অসিদ্ধ যা সিদ্ধ আগমেতে।
আগমটি শ্রেষ্ঠ তাই দ্বিধা নাহি এতে ॥
বেদবাক্য-ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা তাই চাই।
ক্ষতি এতে হয় নাকো উপকার পাই ॥

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥৭॥

অন্বয় ঃ অতিদূরাৎ (অতিদূরত্বহেতু) সামীপ্যাৎ (এখানে অতি সামীপ্যাৎ অর্থাৎ অতি সামীপ্যবশতঃ) ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ (ইন্দ্রিয়বৈকল্য হেতু) মনঃ অনবস্থানাৎ (মনের অন্যমনস্কতাবশতঃ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতাহেতু) ব্যবধানাৎ (ব্যবধানবশতঃ) অভিভবাৎ (অভিভবহেতু) সমান অভিহারাৎ চ (ও সমান-অভিহারনিবন্ধন) [বস্তুর উপলব্ধি বা জ্ঞান হয় না]।

অনুবাদ ঃ অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ঘাতত্ব, মনের অন্যমনস্কতা, সৌক্ষ্মত্ব, ব্যবধানত্ব, অভিভবত্ব ও সমানাভিহারত্ব (সমান জাতিতে মিশ্রণত্ব)—এই আটটি কারণের যেকোনটি বর্তমান থাকিলে বস্তুর যথাযথ জ্ঞান উপলব্ধ হয় না ।

মন্তব্য ঃ অতিদূরত্ব—অতিদূরবর্তী কোন কিছুর জ্ঞান হয় না। অতি নিকটে থাকিলেও হয় না। যেমন চোখের মণি অতি নিকটে বলিয়া দেখা যায় না। ইন্দ্রিয়হানি—ইন্দ্রিয়ঘাত হইলেও হয় না। যেমন অন্ধব্যক্তি কাহাকেও দেখিতে পায় না। মনের অনবস্থান অর্থাৎ অন্যমনস্ক হইলেও হয় না, অন্যচিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে নিকট দিয়া কেউ চলিয়া গেলেও জানা যায় না বা দেখা যায় না । সৌক্ষ্ম্যত্ব থাকিলে হয় না, যেমন, পরমাণুর জ্ঞান হয় না। ব্যাবধান থাকিলেও হয় না, যেমন, দেওয়ালের ব্যবধান থাকিলে দেওয়ালের বাহিরের কোন বস্তুর জ্ঞান হয় না। অভিভবত্ব হইতেও হয় না—যেমন সূর্যরশ্মিতে অভিভূত বলিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির জ্ঞান দিবাভাগে হয় না। সেইরূপ সমান-অভিহারত্ব হেতুও হয় না—যেমন কোন জলাশয়ের জলে অন্য জল মিশিয়া গেলে জলের পার্থক্য ধরা যায় না; যেমন নদীর জল সমুদ্রের জলে মিশিয়া গেলে পার্থক্য ধরা যায় না।

অতি দূরত্বাদি যাহা রহে সপ্তমেতে।
যথাযথ বস্তুজ্ঞানে বিঘ্ন হয় যাতে ॥
অষ্টবিধ হয় এরা এর বেশি নয়।
জ্ঞাতব্য নিশ্চয় সব সন্দেহ না রয় ॥

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্যতস্তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদি তচ্চ কার্যং প্রকৃতি স্বরূপং বিরূপঞ্চ ॥৮॥

অন্বয় ঃ সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতা হেতু) তৎ-অনুপলব্ধিঃ (তাহার অর্থাৎ প্রকৃতির অনুপলব্ধি) ন অভাবাৎ (অভাববশতঃ নহে) কার্যতঃ (কার্য হইতে বা কার্য দ্বারা) তৎ উপলব্ধেঃ (তাহার উপলব্ধি হইতে) মহদাদি চ(এবং মহদাদি) প্রকৃতি স্বরূপম্ (প্রকৃতি স্বরূপ) বিরূপম্ চ (ও বিরূপ)।

অনুবাদ ঃ সূক্ষ্মতাবশতঃই প্রকৃতির অনুপলব্ধি, অভাবহেতু নহে। কার্য হইতে তাহার উপলব্ধি হয়। মহদাদি তাহার কার্য এবং প্রকৃতি স্বরূপ ও বিরূপ।

মন্তব্য ঃ প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না সূক্ষ্মতাবশতঃ, অভাববশতঃ অর্থাৎ প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে। কেননা প্রকৃতির কার্য দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । মহদাদি অর্থাৎ মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োবিংশতি বা তেইশটি তত্ত্ব প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতির স্বরূপ বা সদৃশ, আবার বিরূপ বা বিসদৃশও বটে। প্রকৃতি সদৃশ, কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—মহদাদিতেও এই তিনগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আছেই । আবার বিসদৃশ—কেননা প্রকৃতি অব্যক্তা, মহদাদি ব্যক্ত অথবা প্রকৃতি অবিকৃতি কিন্তু মহদাদি বিকৃতি।

প্রকৃতি-অনুপলব্ধি সূক্ষ্মতাবশতঃ।
অভাবতঃ নয় এটি জ্ঞাতা যে কার্যতঃ ॥
মহদাদি কার্য এর গুণতঃ সদৃশ।
ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে হয় বিসদৃশ ॥

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম ॥৯॥

অন্বয় ঃ অসৎ-অকরণাৎ (অসৎ-অকরণ হেতু অর্থাৎ যাহা নাই তাহাকে যেহেতু করা যায় না) উপাদান গ্রহণাৎ (উপাদান-গ্রহণবশতঃ—যেহেতু কোন কিছু করিতে হইলে তাহার উপাদান গ্রহণ করিতে হয়) সর্বসম্ভব-অভাবাৎ (সর্বসম্ভব-অভাবহেতু অর্থাৎ যেহেতু একই উপাদান হইতে সর্ববিধবস্তুর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না) শক্তস্য শক্যকরণাৎ (শক্তের শক্যকরণবশতঃ অর্থাৎ যেহেতু শক্তিযুক্ত বা সামর্থ্যযুক্ত কারণ হইতেই শক্যকরণ অর্থাৎ শক্তির বিষয় যাহা তাহা করা যায়) কারণ ভাবাৎ চ (এবং কারণ ভাবহেতু-যেহেতু কার্যটি কারণেরই ভাব অর্থাৎ স্বরূপ অর্থাৎ কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ অভিন্ন)। কার্যং সৎ (কার্যটি সৎ অর্থাৎ কার্যটি উৎপত্তির পূর্বে ও পরে সর্বদাই বিদ্যমান থাকে)।

অনুবাদ ঃ যাহা নাই তাহাকে উৎপন্ন করা যায় না, যেহেতু কোন কিছু করিতে হইলে তাহার উপাদান গ্রহণ করতে হয়, একই উপাদান হইতে সর্ববিধ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না, শক্তিযুক্ত বা সামর্থ্যযুক্ত কারণ হইতেই শক্যকরণ উৎপন্ন হয় এবং কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ অভিন্ন।

মন্তব্য ঃ এই নবম-কারিকাতে পঞ্চহেতু দ্বারা গ্রন্থকার উৎপত্তির পূর্বেও যে কার্য, কারণে সৎ অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে—এই সৎকার্যবাদটি সিদ্ধ করিয়াছেন। এই পঞ্চহেতু হইল—অকরণ, গ্রহণ, অভাব, করণ ও ভাব। যাহা অসৎ-অকরণাৎ অর্থাৎ যাহা নাই তাহাকে যেহেতু করা যায় না। প্রতিটি বস্তুই নির্দিষ্ট উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন দুগ্ধ হইতেই দধি বা ঘৃত হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে উপাদান

গ্রহণাৎ। একই বস্তু হইতে সকল প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না, যেমন তিল হইতে তৈল হয় বটে কিন্তু ঘৃত হইবে না। তাই বলা হইয়াছে সর্বসম্ভব অভাবাৎ। যাহা শক্তি বা সামর্থ্যযুক্ত- কারণ, তাহা হইতেই নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন হয়, যেমন বীজ হইতেই অঙ্কুর হয়—এখানে বীজটি শক্ত— এবং অঙ্কুরটি শক্তের বিষয় শক্য। তাই বলা হইয়াছে 'শক্তস্য শক্য-করণাৎ'। কারণ হইতে কার্য হয় বলিয়া কার্যটি করণের স্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপতঃ কার্য ও কারণ অভিন্ন, তাই বলা হইয়াছে কারণ-ভাবাৎ। এই পাঁচটি হেতু হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে কার্যটি সর্বদাই সৎ অর্থাৎ এর বিদ্যমানতা হওয়ার পূর্বে বা উৎপত্তির পূর্বে ও পরে সততই বিদ্যমান, উৎপত্তির পূর্বে সূক্ষ্মভাবে ও পরে স্থূল ভাবে অর্থাৎ প্রথমে অব্যক্ত বা পরে ব্যক্ত হয়। সেইজন্য সাংখ্যমতে সৎস্বরূপ 'প্রধান' বা প্রকৃতি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, সর্বদা তাহা সৎই হইবে, যেমন মহদাদি।

সৎকার্যবাদটি সাংখ্য মতে হয়।
নবমেতে ইহাইতো উল্লিখিত রয় ॥
পঞ্চহেতু এরমূলে ইহাই নিশ্চয়।
অসদকরণাদি যা কারিকাতে রয় ॥

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্ ॥১০॥

অন্বয় ঃ ব্যক্তম্ (ব্যক্ত অর্থাৎ মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব) হেতুমৎ (হেতু বা কারণযুক্ত) অনিত্যম্ (অনিত্য) অব্যাপি (অব্যাপি) সক্রিয়ম্ (সক্রিয়) অনেকম্ (অনেক) আশ্রিতম্ (আশ্রিত) লিঙ্গম্ (লিঙ্গ অর্থাৎ প্রলয়ে মহদাদির লয় প্রাপ্ত) সাবয়বম্ (অবয়ব যুক্ত) পরতন্ত্রম্ (পরাধীন) বিপরীতম্ অব্যক্তম্ (অব্যক্ত এইগুলির বিপরীত)।

অনুবাদ : ব্যক্ত—হেতুযুক্ত, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক আশ্রিত, লিঙ্গ (প্রলয়ে মহদাদির লয়প্রাপ্ত), অবয়বযুক্ত ও পরাধীন। অব্যক্ত—এইগুলির বিপরীত।

মন্তব্য : ব্যক্ত—মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব—এইগুলি প্রধান হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত হয় বলিয়া এইগুলিকে ব্যক্ত বা কার্যও বলা হয়। এইগুলি হেতুমৎ—অর্থাৎ এইগুলির হেতু বা উৎপত্তির মূলকারণ আছে। প্রকৃতি এইগুলির উপাদান কারণ এবং পুরুষ নিমিত্ত কারণ। এইগুলির নিত্যত্ব নাই—এইগুলি প্রধান হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়ে তাহাতেই লীন হয় বলিয়া অনিত্য। এইগুলি অব্যাপি। এইগুলি সকল পদার্থ ব্যাপিয়া থাকে না। কেননা কারণই কার্য ব্যাপিয়া থাকে, কার্য কারণ ব্যাপিয়া থাকে না, যেমন—মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট কার্য। যত ঘট আছে সবেতেই মৃত্তিকা আছে , কিন্তু সমস্ত মৃত্তিকাতে ঘট নাই। তাই এইগুলি অব্যাপি। আবার এইগুলি সক্রিয়ও বটে অর্থাৎ ক্রিয়াযুক্ত। কেননা জীবের মৃত্যুকালে এই মহদাদি কার্য বা ব্যক্ত সূক্ষ্মশরীরকে অবলম্বন করিয়া অন্যশরীরে গমন করে। আবার পুরুষ ভেদে ভিন্ন বলিয়া এইগুলিকে অনেক বলা হইয়াছে। এইগুলি কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া আশ্রিতও বটে। এই সবই লিঙ্গও বটে যেহেতু প্রলয়ে প্রধান বা প্রকৃতিতে লীন হয়। আবার সবই অবয়ব যুক্ত বলিয়া সাবয়ব। আবার পরতন্ত্র বা পরাধীনও, কেননা কার্য মাত্রই কাবণের অধীন, এইগুলি কার্য বলিয়া পরতন্ত্র নিশ্চয়ই। কিন্তু মূলকারণ যে প্রধান বা প্রকৃতি তাহা ব্যক্তের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই অব্যক্ত। তাই বলা হয়—অহেতুমৎ অনাশ্রিত ইত্যাদি।

ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদ দশমেতে রয়।
ব্যক্তের বৈশিষ্ট্য সব বিস্তারিত হয় ॥
ব্যক্তেরই বিপরীত অব্যক্ত নিশ্চিত।
অব্যক্ত বৈশিষ্ট্য তাই ব্যক্ত বিপরীত ॥

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ॥১১॥

অন্বয় : ব্যক্তম্ (ব্যক্ত অর্থাৎ মহদাদি তত্ত্ব) ত্রিগুণম্ (ত্রিগুণযুক্ত) অবিবেকি (অপৃথক বা অভিন্ন অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত—ত্রিগুণযুক্ত বলিয়া অভিন্ন) বিষয়ঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা ভোগ্য) সামান্যম্ (সাধারণতঃ সকলেরই ভোগ্য বা জ্ঞেয়) অচেতনম্ (জড়) প্রসবধর্মি (প্রসব বা উৎপাদন বা পরিণাম যাহার স্বভাব) তথা (সেইরূপ) প্রধানম্ (প্রধানও) তথা চ (সেইরূপ হইয়াও)পুমান্ (পুরুষ) তৎ বিপরীতঃ (ব্যক্ত ও অব্যক্তের বিপরীত)।

অনুবাদ : ব্যক্ত অর্থাৎ মহাদাদি তত্ত্ব ত্রিগুণযুক্ত, অব্যক্ত হইতে অভিন্ন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্মী অর্থাৎ পরিণামী, সেইরূপ প্রকৃতিও। (আবার) সেইরূপ (অহেতুমত্বাদি) হইয়াও পুরুষ তদ্বিপরীত।

মন্তব্য : মহদাদি তত্ত্ব ত্রিগুণযুক্ত। এইগুলি অবিবেক অর্থাৎ ত্রিগুণ হইতে অভিন্ন, যেহেতু এইগুলি ত্রিগুণেরই সৃষ্টি। বিষয়ও বটে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ভোগ্যও। এইগুলি সামান্য অর্থাৎ সাধারণ সকলের ভোগ্য ও জ্ঞেয় হয়। আবার এই সবই অচেতন বা জড়। এইগুলি প্রসবধর্মীও, যেহেতু এইগুলি হইতে অন্য কিছু উৎপাদন হয়। ইহাই প্রসব করা। সেইরূপ প্রকৃতি বা প্রধানও। এইরূপে প্রকৃতির সহিত অহেতুমত্ব, নিত্যত্ব, ব্যাপিত্ব প্রভৃতি, কতকগুলি ধর্মে পুরুষ, ব্যক্ত ও অব্যক্তের বিপরীত।

ব্যক্ত আর অব্যক্তের যেই ধর্ম রয়।
তাহাইতো একাদশে রয়েছে নিশ্চয় ॥
যদিও পুরুষে এর কতিপয় রয়।
তবুও পুরুষ কিন্তু বিপরীত হয় ॥

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥১২॥

অন্বয় ঃ গুণাঃ (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণ) প্রীতি-অপ্রীতি-বিষাদ-আত্মকাঃ (এইগুলি যথাক্রমে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাত্মক, আত্মক অর্থাৎ স্বরূপ)। সত্ত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক ও তমোগুণ বিষাদাত্মক) প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থাঃ (যথাক্রমে গুণগুলি—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়মার্থক অর্থাৎ সত্ত্বের কার্য প্রকাশ, রজের প্রবৃত্তি ও তমের নিয়ম বা সংহার) অন্যোঽন্য-অভিভব-আশ্রয়-জনন-মিথুনবৃত্তয়ঃ (এইগুণগুলি অন্যোঽন্য-অভিভব, অন্যোঽন্য-আশ্রয়, অন্যোঽন্য-জনন, অন্যোঽন্য-মিথুন যথাত্মক)।

অনুবাদ ঃ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ যথাক্রমে প্রীতিস্বরূপ, অপ্রীতিস্বরূপ ও বিষাদাত্মক। সত্ত্বের কার্য প্রকাশস্বরূপ, রজের প্রবৃত্তি ও তমের নিয়ম বা সংহার। এইগুলি, একে অন্যকে অভিভূত করিয়া কার্য করে, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে কার্য করে ও পরস্পর পরস্পরের নিত্যসঙ্গী।

মন্তব্য ঃ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ যথাক্রমে প্রীতি-আত্মক অর্থাৎ প্রীতিস্বরূপ, অপ্রীতি-আত্মক ও বিষাদাত্মক। এইগুলি যথাক্রমে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়মাত্মক। নিয়ম অর্থাৎ সংহার। এইগুলি অন্যোঽন্য-অভিভববৃত্তি অর্থাৎ একে অন্যকে অভিভূত করিয়া কার্য করে বা ইহাদের ক্রিয়া হয়। যেমন সত্ত্ব যখন প্রবল হয় তখন অন্য দুইটিকে ছাড়াইয়া কার্য করে বা কার্যকরী হয়—এইরূপ অন্য দুইটিও। এইসত্ত্বাদিগুণগুলি পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য করে; যেমন সত্ত্ব অপর দুইটি প্রবৃত্তি ও নিয়ম আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ করে এইরূপভাবে অপর দুইটিও। এইগুলি

পরস্পর পরস্পরকে জন্মায় অর্থাৎ পরস্পরের সাহায্যে বৃত্তির জনক বা উৎপাদক হয়। এইগুলি পরস্পর পরস্পরের নিত্যসঙ্গী এইজন্য বলা হইয়াছে অন্যোঽন্য মিথুন প্রবৃত্তি—মিথুন অর্থ সহায় বা সঙ্গী।

ত্রিগুণ ধর্ম ও কার্য দ্বাদশেতে রয়।
স্পষ্টভাবে-উল্লিখিত সন্দেহ না হয় ॥
ত্রিগুণের খেলাইতো বিশ্বজুড়ে রয়।
এগুলিতে মিলে কিছু গুণ পরিচয় ॥

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥১৩॥

অন্বয় ঃ সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) লঘু (হালকা) প্রকাশকম্ (প্রকাশক) ইষ্টম্ (অভিপ্রেত) রজঃ (রজঃগুণ) উপষ্টম্ভকং (আরম্ভক, প্রবর্তক) চলম্ চ (ও চঞ্চল)। তমঃ (তমোগুণ) গুরু (ভারী) বরণকম্ এব (অপ্রকাশক বা আবরণকারীই) প্রদীপবৎ চ (এবং প্রদীপের মতো) অর্থতঃ (প্রয়োজন বা কার্যসিদ্ধির জন্য) বৃত্তিঃ (ক্রিয়া বা কার্য)।

অনুবাদ ঃ সত্ত্ব লঘু, প্রকাশক ও অভিপ্রেত, রজঃ প্রবর্তক ও চঞ্চল, তমঃ গুরু ও আবরক। এই তিনটি গুণ একত্রে প্রদীপের মতো প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কার্য করে।

মন্তব্য ঃ সত্ত্বগুণ লঘু অর্থাৎ সত্ত্বগুণের আধিক্য হইলে কাহারও শরীরাদির অপবিত্রতা ও আলস্যাদিরূপ ভার আর থাকে না অর্থাৎ ইহাতে শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি পবিত্র হয় ও আলস্য দূরীভূত হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি তাই স্বভাবতই পবিত্র ও নিরলস হন। ইহা পুরুষার্থ লাভের জন্য খুবই আবশ্যক তাই ইষ্ট অর্থাৎ সকলের অভিপ্রেত হয়। রজোগুণে

মানুষকে সর্বদাই নানাকার্য আরম্ভ করায়, শান্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সর্বদাই চঞ্চল হইয়া থাকে, তাই বলা হইয়াছে ইহা উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল । উপষ্টম্ভক অর্থে চালক। তমোগুণের আধিক্য হইলে শরীরাদি ভারী বোধ হয় অর্থাৎ অলসতা বা আলস্য আসিয়া কোনকিছু করিতে দেয় না—সবকিছুই যেন আবৃত করিয়া ঢাকিয়া দেয়। তাই বলা হইয়াছে ইহা গুরু ও বরণক বা অপ্রকাশক। এই তিনগুণ প্রদীপের মতো অর্থাৎ প্রদীপের যেমন তেল, বাতি, অগ্নি তিনটি মিলিত হইয়া কার্য করে, অর্থাৎ আলো দেয়, ঠিক সেইরূপ এই তিনগুণ বিরুদ্ধ স্বভাবের হইলেও একত্র মিলিয়া পুরুষের ভোগ্য হয় বা পুরুষকে মুক্তি দেয়। 'অর্থতঃ' অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ -সাধনের জন্য বৃত্তি বা কার্য উৎপন্ন করিয়া থাকে।

ত্রিগুণের বৈশিষ্ট্যটি ত্রয়োদশে রয়।
গুণভেদে ভিন্ন যাহা নিশ্চয়ই হয় ॥
ত্রিগুণ বুঝিতে হলে জানা আবশ্যক।
কোন্‌গুণ কোনটির হয় নির্ধারক ॥

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্ ॥১৪॥

অন্বয় ঃ ত্রৈগুণ্যাৎ (ত্রৈগুণ্য হইতে) অবিবেক্যাদেঃ (একাদশ শ্লোকোক্ত অবিবেকি প্রভৃতি ধর্মের সিদ্ধিঃ) [প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রমাণিত হয়] তৎ বিপর্যয়ে (তাহারা বিপরীত হইলে) অভাবাৎ (অভাবহেতু অর্থাৎ পুরুষে ত্রিগুণের অভাববশতঃ) কার্যস্য (কার্যের) কারণগুণাত্মকত্বাৎ (কারণগুণাত্মকত্ব হেতু) অব্যক্তম্ অপি (অব্যক্তও) সিদ্ধম্ (সিদ্ধ প্রমাণিত)।

অনুবাদ ঃ ত্রিগুণ হইতে অবিবেকি প্রভৃতি ধর্মের সিদ্ধি হয়। বিপরীতগুণ- বিশিষ্ট পুরুষে অবিবেক্যাদি ধর্মের অভাব, তাই ত্রৈগুণ্যেরও অভাব। কার্য কারণাত্মক হওয়ায় অব্যক্ত ও অবিবেক্যাদি ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়।

মন্তব্য ঃ তিনগুণহেতু অর্থাৎ মহদাদি সমস্ত ব্যক্ত তত্ত্বই তিনগুণযুক্ত বলিয়া পূর্বোক্ত অবিবেক্যাদি ব্যক্তধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের সিদ্ধ হয় বা প্রমাণিত হয় (অন্বয়ী-প্রমাণ)। তাহার বিপরীত পুরুষে এইগুলি নাই বলিয়া ত্রৈগুণ্যও নাই (ব্যতিরেকী-প্রমাণ) আর কার্য কারণাত্মক বলিয়া অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধানেও উক্ত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধর্ম চতুর্দশে রয়।
অবিবেক্যাদি বলেই হয় পরিচয় ॥
পুরুষে ত্রিগুণ নাই ইহাই নিশ্চয়।
অবিবেক্যাদিও তাই এতে নাহি রয় ॥

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপস্য ॥১৫॥

অন্বয় ঃ ভেদানাম্ (ভেদসমূহের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসমূহের) পরিমাণাৎ (পরিমাণ হেতু অর্থাৎ পরিমিত বলিয়া) সমন্বয়াৎ (সমন্বয় হেতু অর্থাৎ সম্যক্ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া) শক্তিতঃ (শক্তিবশতঃ অর্থাৎ শক্তি দ্বারা) প্রবৃত্তেঃ (প্রবৃত্তিহেতু বা উৎপত্তিবশতঃ) কারণকার্যবিভাগাৎ (কারণ-কার্য বিভাগ হেতু) অবিভাগাৎ (অবিভাগ বশত) বৈশ্বরূপস্য (বিশ্বরূপের অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তুর)[কারণ যে অব্যক্ত-প্রধান তাহা স্বীকৃত হয়]।

অনুবাদ ঃ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরিমিতি আছে, সেইজন্য—

পরস্পর সম্যক্ সম্বন্ধ-যুক্ত, শক্তিদ্বারা এইগুলির প্রবৃত্তি বা উৎপত্তি হয় বলিয়া, কারণ ও কার্যের বিভাগবশতঃ বিশ্বের সমস্ত বস্তুর কারণ যে অব্যক্ত-প্রধান তাহা স্বীকার করিতে হয়।

মন্তব্য ঃ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যেমন ঘট, পট, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির পরিমাণ আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি পরিমিত বা সীমিত। মহদাদি ব্যক্ত তত্ত্ব হইলেও সবই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন এবং পরিমিত। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, কারণে প্রত্যেকের সম্বন্ধ বা সমন্বয় আছে যেহেতু কারণ এক, এইগুলি কার্য। অব্যক্ত বা কারণ-অবস্থার নামই শক্তি, এই শক্তি হইতেই কার্য বা ব্যক্ত হয়—এই মহদাদি। এই শক্তি হইতেই ইহাদের প্রবৃত্তি বা উৎপত্তি, যেমন বীজের শক্তি হইতেই বৃক্ষ। কারণে এইগুলির অবিভাগ রহিয়াছে। সবই অবিভক্তভাবে কারণে বিদ্যমান থাকে, কার্য বা ব্যক্ত হইলে শুধু বিভক্ত বা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। প্রলয়কালে বিশ্বের সমস্ত পদার্থই কারণে অবিভক্তভাবে লীন হয় বলিয়া এই সমস্ত মহদাদি তত্ত্বের অব্যক্ত-কারণ প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

মহদাদি ব্যক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়।
কারণেতে সব কিন্তু লীন হয়ে রয় ॥
কারণের অস্তিত্ব তাই স্বীকার্য নিশ্চয়।
পঞ্চদশে ইহাইতো যুক্তিযুক্ত রয় ॥

কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ ॥১৬॥

অন্বয় ঃ অব্যক্তম্ (অব্যক্ত বা প্রধান) কারণম্ (কারণ) অস্তি (আছে) সলিলবৎ (জলসদৃশ) পরিণামতঃ (পরিণামবশতঃ) প্রতি-প্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ (প্রতিটি গুণাশ্রয় বিশেষ হেতু) ত্রিগুণতঃ (ত্রিগুণ হইতে) সমুদয়াৎ চ (সমুদিতভাবেও) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়)।

অনুবাদ ঃ অব্যক্ত বা প্রধানে জগতের সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের কারণ আছে। জলের মতো পরিণামবশতঃ প্রতিটি গুণকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া এবং অন্যগুণগুলিকে সহকারী পাইয়া ত্রিগুণ হইতে সমুদিতভাবে এই সমগ্র জগতের উদ্ভব হয়।

মন্তব্য ঃ অব্যক্ত বা প্রধান জগতের সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের কারণ। এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত হইতে, পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া জলের মতো অর্থাৎ জল যেমন বাষ্প ও বরফাদি অবস্থাতে (আশ্রয়ে) পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপভাবে প্রতিটি গুণকে আশ্রয় করিয়া এবং অন্যগুণগুলিকে সহকারী পাইয়া বিভিন্ন পদার্থ বা বিচিত্র জগতের উদ্ভব হয়।

কার্যমূলে কারণই ইহাই নিশ্চয়।
ব্যক্ত জগতের মূল অব্যক্তই রয় ॥
কারণের পরিণতি এইভাবে কার্য।
ইহাইতো ষোড়শেতে হইয়াছে ধার্য ॥

সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥১৭॥

অন্বয় ঃ সঙ্ঘাত (সংহত অর্থাৎ সংহত দৃষ্ট বস্তু) পর-অর্থত্বাৎ (পরপ্রয়োজনের নিমিত্ত) ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াৎ (ত্রিগুণের বিপরীত বলিয়া) অধিষ্ঠানাৎ (অধিষ্ঠানবশতঃ) ভোক্তৃ-ভাবাৎ (ভোক্তৃ ভাবহেতু) কৈবল্যার্থং (কৈবল্য বা মোক্ষের জন্য) প্রবৃত্তেঃ (প্রবৃত্তি হইতে) পুরুষঃ (পুরুষ) অস্তি (আছেন)।

অনুবাদ ঃ সংহত বস্তু মাত্রই পরপ্রয়োজনের নিমিত্ত। পুরুষ ত্রিগুণাদির বিপরীত বলিয়া, মহদাদি জড়বস্তুবর্গের অধিষ্ঠাতা

হিসাবে, ভোক্তৃভাব হেতু এবং কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তিবশতঃ (আকাঙ্ক্ষাবশতঃ) পুরুষ আছেন বুঝা যায়।

মন্তব্য : এই বিশ্বের সংহত দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ বস্তুমাত্রই পরপ্রয়োজনের নিমিত্ত। ঘট পটাদি সমস্তই ত্রিগুণযুক্ত এবং এই সমস্তেরই অধিষ্ঠান আছে অর্থাৎ এই সবই অন্য একজন চেতন পুরুষের দ্বারা চালিত বা ব্যবহৃত। সহজ ভাষায় ইহাদের প্রত্যেকের চেতন আশ্রয় কিছু থাকে যাহাকে অবলম্বন করিয়া এইসব কার্যকরী হয় বা কাজে লাগে। আর এই সবের চেতন ভোক্তাও কেউ না কেউ থাকেন, যাহার ভোগ্য হয় এইগুলি। আর এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য কোন কোন পুরুষ এ জগতে দেখা যায় যিনি মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন; সহজ ভাষায়, মুমুক্ষুও বহু এই জগতে দেখা যায়। কাজেই উক্ত সংহতাদি কারণগুলি বা হেতুসমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে পুরুষও আছেন অর্থাৎ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার্য।

সঙ্ঘাতের নানাধর্ম ত্রিগুণাদি হয়।
সপ্তদশে স্পষ্ট যাহা উল্লিখিত হয় ॥
এসব বৈশিষ্ট্য হতে ভোক্তা পুরুষের।
অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় সরলার্থ এর ॥

জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব ॥১৮॥

অন্বয় : জন্মমরণ করণানাম্ (জন্মমরণ ও করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের) প্রতিনিয়মাৎ (প্রতিনিয়ম হেতু অর্থাৎ প্রত্যেকটির নিয়মবশতঃ) অযুগপৎ (অর্থাৎ একসঙ্গে নয়, পৃথক পৃথকভাবে) প্রবৃত্তেশ্চ (এবং প্রবৃত্তি হইতে বা প্রবৃত্তিবশতঃ) ত্রৈগুণ্য বিপর্যয়াৎ চ (ত্রৈগুণ্য বিপর্যয়বশতঃ) পুরুষঃ বহুত্বম্ সিদ্ধম্ এব (পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ ঃ জন্ম, মরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যেকটির নিয়ম হেতু, এইগুলি এক সঙ্গে হয় না বলিয়া এবং ত্রিগুণের বিপর্যয়বশতঃ বা বৈষম্যবশতঃ পুরুষ বহু বলিয়া সিদ্ধ হইয়াই থাকে।

মন্তব্য ঃ সকল জীবের একসঙ্গে জন্মমৃত্যু বা ইন্দ্রিয় ব্যাপারাদি দেখা যায় না বলিয়া এবং সকলের একসঙ্গে কোনও বিষয়ে প্রবৃত্তিও হয় না বলিয়া এবং সর্বত্র গুণবৈষম্য লক্ষিত হয় বলিয়া বহু পুরুষ স্বীকার করিতেই হয়। তাই সাংখ্য মতে আত্মা ও জীবের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

অষ্টাদশে উল্লিখিত হেতুগুলি হতে।
বহু পুরুষ স্বীকৃতি হয় সাংখ্য মতে ॥
একসঙ্গে জন্মমৃত্যু তাই নাহি পাই।
সকলের প্রবৃত্তি ভিন্ন যে সদাই ॥

তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ ॥১৯॥

অন্বয় ঃ তস্মাৎ চ (এবং সেই) বিপর্যাসাৎ (বিপর্যাস অর্থাৎ বৈপরীত্য হেতু) অস্য (এই) পুরুষস্য (পুরুষের) সাক্ষিত্বম্ (সাক্ষিত্ব) কৈবল্যম্ (কেবলীভাব) মাধ্যস্থং (মাধ্যস্থ) দ্রষ্টৃত্বম্ (দ্রষ্টৃত্ব) অকর্তৃভাব চ (ও অকর্তৃভাব) সিদ্ধম্ (সিদ্ধ)।

অনুবাদ ঃ একাদশ কারিকায় উল্লিখিত বৈপরীত্যবশতঃ পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্তৃভাব সিদ্ধ হয়।

মন্তব্য ঃ একাদশ কারিকায় কথিত বৈপরীত্যবশতঃ সেই পুরুষের

সাক্ষিত্ব অর্থাৎ সাক্ষিভাব, কৈবল্য অর্থাৎ কেবলের ভাব, মাধ্যস্থ অর্থাৎ মধ্যস্থের ভাব বা উদাসীন, দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ দ্রষ্টার ভাব ও অকর্তৃত্বভাব, সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ পুরুষ সর্বদাই সাক্ষিস্বরূপ কেবল, মধ্যস্থ, দ্রষ্টা ও অকর্তা। কখনও ইহার অন্যথা হয় না। ইহাই সাংখ্যমত।

উনবিংশে উল্লিখিত সাক্ষিত্বাদি যাহা।
পুরুষের বৈশিষ্ট্য যে সিদ্ধ হয় তাহা ॥
সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যুক্তি সহ রয়।
সাংখ্য মতে এর আর অন্যথা না হয় ॥

তস্মাত্তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিবলিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥২০॥

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (সেইজন্য) তৎসংযোগাৎ (সেই পুরুষের সংযোগবশতঃ) অচেতনম্ লিঙ্গম্ (অচেতন লিঙ্গ অর্থাৎ মহদাদি) চেতনাবৎ ইব (চেতনের মতোই)। তথা চ (এবং সেইরূপ) উদাসীনঃ (উদাসীন অর্থাৎ পুরুষ) গুণ কর্তৃত্বে (গুণত্রয় কর্তৃত্ব হেতু) কর্তা ইব (কর্তার মতোই) ভবতি (হয়)।

অনুবাদ ঃ সেইজন্য পুরুষের সংযোগবশতঃ অচেতন মহদাদি যেন চেতনের ন্যায় হয় এবং সেইরূপ উদাসীনও (পুরুষও) গুণকর্তৃত্বে কর্তার ন্যায় হয়।

মন্তব্য ঃ পুরুষের সংযোগ বা সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন মহদাদি তত্ত্বও চেতনের মতো মনে হয় এবং সেইরূপ উদাসীন সাংখ্যের পুরুষও ত্রিগুণের কর্তৃত্ববশতঃ কর্তার ন্যায় মনে হয়, আসলে পুরুষ অকর্তা—তিনি কিছুই করেন না। এইরূপ কর্তৃত্বকে ঔপচারিক বলা হয়, অর্থাৎ স্বরূপতঃ পুরুষ কর্তা নন। এই কর্তৃত্বটি তাহাতে উপচার বা আরোপ করা হয়। তাই 'ইব' অর্থাৎ মতো বা যেন বলা হইয়াছে।

আসলেতে মহদাদি অচেতন রয়।
পুরুষ সান্নিধ্য হেতু চেতনবৎ হয় ॥
সেইরূপ পুরুষও ত্রিগুণ কর্তৃত্বে।
কর্তাবৎ মনে হয় রহে বিংশতিতে ॥

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥২১॥

অন্বয় ঃ পুরুষস্য (পুরুষের) কৈবল্যার্থম্ (মুক্তির জন্য) তথা (এবং) প্রধানস্য (প্রধানের) দর্শনার্থম্ (দর্শন বা ভোগের নিমিত্ত) পঙ্গু অন্ধবৎ (পঙ্গু ও অন্ধের মতো) উভয়োঃ অপি (উভয়েরই) সংযোগঃ (সংযোগ) তৎ কৃতঃ (তাহাতে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে) সর্গঃ (সৃষ্টি হয়)।

অনুবাদ ঃ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত এবং প্রধানের দর্শনার্থ বা ভোগের জন্য পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগ হইতেই মহদাদি ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়।

মন্তব্য ঃ পুরুষের মুক্তি সাধনের জন্য এবং প্রধানের ভোগের জন্য পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় ইহাদের উভয়ের সংযোগ হয়। অর্থাৎ অন্ধ চোখে দেখিতে পায় না কিন্তু অন্যের সাহায্যে চলিতে পারে আর পঙ্গু চলিতে পারে না কিন্তু দেখিতে পায়, কাজেই দুই জনের সংযোগ হইলে অর্থাৎ পঙ্গু অন্ধকে চলার পথটি বলিয়া দিলে এবং অন্ধ চলিতে থাকিলে-উভয়ের সংযোগে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং এই উভয়ের অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতেই মহদাদি ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়।

পুরুষের কৈবল্যটি প্রধানের ভোগ।
এ উদ্দেশ্য উভয়ের হয় যে সংযোগ ॥

সাংখ্যকারিকা

ঈদৃশ সংযোগ হতে সব দৃষ্ট হয়।
ইহাইতো একবিংশে স্পষ্টাক্ষরে রয় ॥

প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহংঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥২২॥

অন্বয় ঃ প্রকৃতেঃ (প্রকৃতি হইতে) মহান্ (মহৎতত্ত্ব) ততঃ (তাহা হইতে অর্থাৎ মহৎ হইতে) অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার) তস্মাৎ চ (তাহা হইতে অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে) ষোড়শকঃ গণঃ (ষোড়শকগণ অর্থাৎ ষোলটি বিকার)। তস্মাৎ অপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ (সেই ষোলটির অন্তর্গত পাঁচটি হইতে) পঞ্চভূতানি (পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত) [উৎপন্ন হয়]।

অনুবাদ ঃ প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ষোলটি বিকার এবং সেই ষোলটির পাঁচটি হইতে পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন বা সৃষ্ট হয়।

মন্তব্য ঃ প্রকৃতি বা প্রধান হইতে মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ষোড়শকগণ অর্থাৎ মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। ইহাই সাংখ্যমতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া।

অব্যক্ত-প্রকৃতি হতে ব্যক্ত সব হয়।
সাংখ্য মতে সৃষ্টি এই দ্বাবিংশতি কয় ॥
এতো স্পষ্ট করে অতিহ্রস্ব-কারিকাতে।
সৃষ্টিটি বর্ণিত হলো পুরুষ কৃপাতে ॥

অধ্যবসায়োবুদ্ধির্ধর্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্যস্তম্ ॥২৩॥

অন্বয় ঃ বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অধ্যবসায়ঃ (অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি) ধর্মঃ (ধর্ম) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) বিরাগঃ (বিরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য) ঐশ্বর্যম্ (ঐশ্বর্য অর্থাৎ অণিমাদি) এতৎ (এইগুলি) [বুদ্ধির] সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক) রূপম্ (রূপ)। অস্মাৎ (ইহা হইতে) বিপর্যস্তম্ (বিপর্যস্ত অর্থাৎ বিপরীত) তামসম্ (তামস অর্থাৎ বুদ্ধির তামস রূপ)।

অনুবাদ ঃ অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিই বুদ্ধির লক্ষণ। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য (বুদ্ধির) সাত্ত্বিক রূপ। এর বিপরীত তামস।

মন্তব্য ঃ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরই অপর নাম বুদ্ধি বা বুদ্ধিবৃত্তি। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য এই চারটি ইহার সাত্ত্বিক রূপ এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য তামস রূপ। কাজেই এই সাত্ত্বিক ও তামসিক ভেদে সাংখ্যমতে বুদ্ধি অষ্টধারূপ হয়।

বুদ্ধি ও অধ্যবসায় কভু ভিন্ন নয়।
নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি ইহাইতো হয় ॥
ধর্মাদিই চার রূপ সাত্ত্বিক যে তার।
বিপরীত অধর্মাদি তামসিক আর ॥

অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈ ব ॥২৪॥

অন্বয়ঃ অভিমানঃ (অভিমান) অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার অর্থাৎ অভিমানাত্মক বৃত্তিই অহঙ্কার) তস্মাৎ (তাহা হইতে) দ্বিবিধঃ (দুই প্রকার) সর্গঃ (সৃষ্টি) প্রবর্ততে

(প্রবর্তিত হয়) একাদশকঃ চ গণঃ (একাদশগণ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়) তন্মাত্রপঞ্চকঃ চ এব (এবং তন্মাত্র পাঁচটি)।

অনুবাদ ঃ অভিমানই অহঙ্কার। তাহা হইতে দ্বিবিধা সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। দ্বিবিধা সৃষ্টি হইল একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র।

মন্তব্য ঃ অভিমানাত্মক বৃত্তিই অহঙ্কার, যাহা সর্বদা আমি আমি করে। আমি কাজ করি, আমি ভোজন করি ইত্যাদি এবং জীবমাত্রেই ইহার কমবেশি দেখা যায়। এই অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক ও তামসিক ভেদে দুই প্রকার সৃষ্টি হয়। সাত্ত্বিক সৃষ্টি একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক; পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি,পাদ, উপস্থ, পায়ু এবং মন। তামসিক সৃষ্টি পাঁচটি, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র।

অভিমান অহঙ্কার সমার্থক হয়।
সাত্ত্বিক তামসভেদে দ্বিবিধ রয় ॥
একাদশেন্দ্রিয় সৃষ্টি সাত্ত্বিকই কয়।
তামসিক তন্মাত্র যে ইহাই নিশ্চয় ॥

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ সঃ তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ॥২৫॥

অন্বয় ঃ বৈকৃতাৎ অহঙ্কারাৎ (বৈকৃত অহঙ্কার হইতে অর্থাৎ বৈকৃত নামক সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে) সাত্ত্বিকঃ একাদশকঃ (সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয়) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়) ভূতাদেঃ (ভূতাদি হইতে অর্থাৎ ভূতাদি নামক তামস অহঙ্কার হইতে) তন্মাত্রঃ (তন্মাত্র অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র) সঃ তামসঃ (তাহা তামস) তৈজসাৎ (তৈজস হইতে অর্থাৎ তৈজস নামক রাজস অহঙ্কার হইতে) উভয়ম্ (উভয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র) [কেননা রজোগুণের সাহায্য ব্যতীত সত্ত্ব ও তমঃ ক্রিয়াশীল বা কার্যকরী হইতে পারে না]।

অনুবাদ ঃ বৈকৃত অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় প্রবর্তিত হয় (উৎপন্ন হয়), ভূতাদি হইতে তামস তন্মাত্র এবং তৈজস হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র উভয়ই উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য ঃ অহংকারেও তিন গুণ আছে। তাই বৈকৃত নামক সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক-একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, ভূতাদি নামক তামসিক অহঙ্কার হইতে তামসিক পঞ্চতন্মাত্র প্রবর্তিত হয় এবং তৈজস নামক রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র উভয়েই প্রবর্তিত হয়। যেহেতু রজোগুণের সাহায্য ব্যতীত সত্ত্ব বা তমঃ কার্যকরী হইতে পারে না।

যেহেতু অহঙ্কারে তিনগুণ রয়।
সেইহেতু অহঙ্কার ত্রিবিধ হয় ॥
সাত্ত্বিক বৈকৃত নামে তামস ভূতাদি।
রাজস তৈজস তাই রহে নিরবধি ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থান্ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ ॥২৬॥

অন্বয় ঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি (বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ) চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-রসন-ত্বগাখ্যানি (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন অর্থাৎ জিহ্বা, ত্বক্ আখ্যানি অর্থাৎ চক্ষু হইতে ত্বক্ পর্যন্ত এই আখ্যা বা নাম যে সব ইন্দ্রিয়গুলির), বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থান্ (বাক্,পাণি [হাত], পাদ [পা]পায়ু [মলদ্বার] ও উপস্থ [লিঙ্গ], [তাই বাক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উপস্থ পর্যন্ত সবগুলিকে (উপস্থান্)] কর্মেন্দ্রিয়াণি (কর্মেন্দ্রিয় সমূহ) আহুঃ (বলেন বিশেষজ্ঞগণ)।

অনুবাদ ঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এইগুলি বুদ্ধি বা

জ্ঞানেন্দ্রিয়) বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এইগুলিকে কর্মেন্দ্রিয় বলেন [বিশেষজ্ঞগণ]।

মন্তব্য ঃ বুদ্ধি বা জ্ঞান সমার্থক তাই বুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় একই অর্থ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান হয় বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে যথাক্রমে—কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা বলে। আবার নির্দিষ্ট কার্যগুলি যাহাদের মাধ্যমে সাধিত হয় সেইগুলিকে কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। এই বিষয়ে আরও জ্ঞাতব্য যে বাহিরের দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গুলিই অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি আসল ইন্দ্রিয় নয়। এইগুলি আসলে ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠান মাত্র। আসল ইন্দ্রিয়গুলি এই চোখে দেখা যায় না, অতি সূক্ষ্ম শক্তি বিশেষ।

চক্ষুটিকে আদিকরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়।
বাক্‌টিকে আদিকরে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ॥
এই দশ ইন্দ্রিয়ের নামগুলি রয়।
জ্ঞান কর্ম সাধনেতে এই নাম হয় ॥

উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্যাৎ।
গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ ॥২৭॥

অন্বয় ঃ অত্র (এখানে অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে) মনঃ (মন) উভয়াত্মকম্ (উভয়াত্মক) সঙ্কল্পকম্ (সঙ্কল্প অর্থাৎ সংকল্পাত্মক) সাধর্ম্যাৎ (সমানধর্মবশতঃ) ইন্দ্রিয়ম্ চ (ইন্দ্রিয়ও) গুণপরিণামবিশেষাৎ (গুণপরিণাম বিশেষ হইতে) নানাত্মম্ (নানাত্ব) বাহ্যভেদাঃ চ (এবং বাহ্য ভেদসমূহও)।

অনুবাদ ঃ এই ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সংকল্পাত্মক মন উভয়াত্মক। ইন্দ্রিয়ের সমানধর্মবশত ইন্দ্রিয় ও গুণের পরিণামবিশেষ হইতে নানাত্ব এবং বাহ্যভেদ সমূহও সিদ্ধ হয়।

মন্তব্য ঃ একাদশেন্দ্রিয় ও মন উভয়াত্মক যেহেতু মনের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় কার্যকরী হয় না। ইহা সঙ্কল্পাত্মক অর্থাৎ যত প্রকার সঙ্কল্প বা কল্পনা এই মনের সাহায্যেই হয়। সাধর্ম্যাৎ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় যেরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, মনও তাহাই। এইজন্য মনও ইন্দ্রিয়। আবার, গুণত্রয়ের পরিমাণবশতই ইন্দ্রিয়গুলির নানাত্ব এবং ইন্দ্রিয়গুলির শব্দাদি বিষয় অর্থাৎ বাহ্যবস্তুসমূহের মধ্যেও ভেদ দৃষ্ট হয়।

সঙ্কল্পাত্মক মনটি উভয়াত্মকই।
একাদশ ইন্দ্রিয়ও হয় নিশ্চয়ই ॥
গুণ পরিণামহেতু ইন্দ্রিয় বিবিধ।
একই কারণে হয় বাহ্য বস্তুভেদ ॥

শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্ ॥২৮॥

অন্বয় ঃ শব্দাদিষু (শব্দাদিতে) পঞ্চানাম্ (পাঁচটির) বৃত্তিঃ (ব্যাপার বা ক্রিয়া বা কার্য) আলোচনমাত্রম্ (আলোচন মাত্র) ইষ্যতে (ইচ্ছা করা হয় অর্থাৎ অভিপ্রেত)। পঞ্চানাম্ (এবং পাঁচটির অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়সমূহের) বৃত্তিঃ (বৃত্তি) বচন-আদান-বিহরণ-উৎসর্গ-আনন্দাঃ চ (বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ)।

৫টি কর্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি →
বাক = বচন, পাদ = বিহরণ, উপস্থ = আনন্দ।
পাণি = আদান, পায়ু = উৎসর্গ,

অনুবাদ ঃ শব্দাদি বিষয়ে পাঁচটির (অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি) আলোচনমাত্র অভিপ্রেত হয় এবং কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটির বচন, আদান অর্থাৎ গ্রহণ, বিহরণ অর্থাৎ বিহার করা, উৎসর্গ অর্থাৎ ত্যাগ ও আনন্দ (অভিপ্রেত হয়)।

মন্তব্য ঃ শব্দাদি পঞ্চবিষয়ে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা বৃত্তি শুধু আলোচনামাত্র। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শবশতঃ প্রথম ক্ষণে যে জ্ঞান হয় তাহাকেই আলোচন জ্ঞান বলা হয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি যথাক্রমে বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ।

আলোচনমাত্র জ্ঞান জ্ঞানেন্দ্রিয়েই।
শব্দাদি বিষয়েতেই নিশ্চয় ইহাই ॥
বচনাদি পঞ্চ হয় কর্মেন্দ্রিয় বৃত্তি।
অষ্টবিংশ কারিকাতে ইহাইতো স্থিতি ॥

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥২৯॥

অন্বয় ঃ ত্রয়স্য (তিনের অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনের) স্বালক্ষণ্যম্ (স্বালক্ষণ্য বৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধির স্বালক্ষণ্য অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান ও মনের সঙ্কল্প) সা এষা (সেই এটি) অসামান্যা (অসামান্যা অর্থাৎ অসাধারণী) ভবতি (হয়)। প্রাণাদ্যাঃ (প্রাণাদিসমূহ) পঞ্চ বায়বঃ (পঞ্চবায়ু) সামান্যকরণবৃত্তি (সামান্য অর্থাৎ সাধারণ করণবৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ব্যাপার বা কার্য)।

অনুবাদ ঃ অসাধারণ স্বকীয় বৃত্তি যথাক্রমে অধ্যবসায়, অভিমান ও সঙ্কল্প। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান নামক এই পঞ্চ বায়ু উক্ত তিনের স্বালক্ষণ্য বা সাধারণ বৃত্তি।

মন্তব্য ঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনের স্বালক্ষণ্য অর্থাৎ অসাধারণ স্বকীয় বৃত্তি (স্বকীয় বৃত্তি) যথাক্রমে অধ্যবসায়, অভিমান ও সঙ্কল্প। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান নামক এই পঞ্চ বায়ু উক্ত তিনের স্বালক্ষণ্য বা সাধারণ বৃত্তি। অন্য মতে এই বায়ুগুলি ত্রয়োদশ করণেরই সাধারণ বা সামান্যবৃত্তি।

অধ্যবসায় অহংটি সঙ্কল্প অন্যটি।
যথাক্রমে বুদ্ধি অহং মনের তিনটি ॥
প্রাণাদি এ পঞ্চবায়ু তিনেরই হয়।
সাধারণ বৃত্তি বলে সাংখ্য মতে কয় ॥

যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাঽপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্বিকা বৃত্তিঃ ॥৩০॥

অন্বয় ঃ দৃষ্টে (প্রত্যক্ষ বিষয়ে) তস্য চতুষ্টয়স্য তু (সেই চতুষ্টয়ের কিন্তু) বৃত্তিঃ (বৃত্তি) যুগপৎ (একসঙ্গে) ক্রমশঃ চ (এবং ক্রমশঃ অর্থাৎ পরপর বা ক্রমে ক্রমে) নির্দিষ্টা (নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে)। তথা অপি অদৃষ্টে (সেইরূপ অদৃষ্টে অর্থাৎ অদৃষ্ট বা পরোক্ষ বিষয়ে) ত্রয়স্য (ত্রয়ের) তৎ পূর্বিকাবৃত্তিঃ (সেইভাবের বৃত্তি বা ব্যাপার)।

অনুবাদ ঃ প্রত্যক্ষ বিষয়ে সেই চতুষ্টয়ের বৃত্তি, যুগপৎ এবং ক্রমশঃ নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সেইরূপ অদৃষ্ট বিষয়ে, তিনটির

অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনের তৎ পূর্বিকা অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পূর্বিকা বৃত্তি [নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে]।

মন্তব্য ঃ দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষবিষয়ে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের-এই চতুষ্টয়ের যুগপৎ অথবা ক্রমশঃ বৃত্তি জন্মিয়া থাকে। সেইরূপ অদৃষ্টবিষয়েও মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটির জ্ঞানেন্দ্রিয় পূর্বিকা বৃত্তি হইয়া থাকে।

মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের।
যুগপৎ ক্রমশঃ দৃষ্টে বৃত্তিটি এদের ॥
অদৃষ্টেও বৃত্তি হয় পূর্বোক্ত তিনের
জ্ঞানপূর্বিকা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত সাংখ্যের ॥

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্যতে করণম্ ॥৩১॥

অন্বয় ঃ করণম্ (ইন্দ্রিয়সমূহ) পরস্পরাকূতহেতুকাং (পরস্পর অভিপ্রায় অনুসারিণী) স্বাং স্বাং (নিজ নিজ) বৃত্তিম্ (বৃত্তি) প্রতিপদ্যন্তে (প্রতিপাদন করে) পুরুষার্থ এব (পুরুষার্থই) হেতুঃ (কারণ) [ইন্দ্রিয়সমূহ] কেনচিৎ (কাহারও দ্বারা) ন কার্যতে (কার্যে পরিণত হয় না বা প্রবর্তিত হয় না)।

অনুবাদ ঃ ইন্দ্রিয়সমূহ পরস্পরের অভিপ্রায় অনুসারে নিজ নিজ বৃত্তি প্রতিপাদন করে পুরুষের জন্যই। ইন্দ্রিয়সমূহ অন্য কাহারও দ্বারা কার্যে প্রবর্তিত হয় না।

মন্তব্য ঃ ইন্দ্রিয়গুলি পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের নিমিত্ত নিজ নিজ বৃত্তি প্রতিপাদন করে। এইগুলি অন্য কাহারও দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।

পুরুষার্থ হয় সদা বৃত্তি ইন্দ্রিয়ের।
ভোগ অপবর্গ যাতে হয় পুরুষের ॥
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির আর অন্য কিছু নাই।
একত্রিংশ কারিকাতে ইহাইতো পাই ॥

করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্।
কার্যঞ্চ তস্য দশধাহার্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ ॥৩২॥

অন্বয় ঃ করণম্ (করণ বা ইন্দ্রিয়) ত্রয়োদশবিধম্ (ত্রয়োদশপ্রকার)। তৎ (সেই করণসমূহ) আহরণ-ধারণ-প্রকাশকরম্ (আহরণ-ধারণ-প্রকাশকর) তস্য কার্যম্ চ (ও তাহার কার্য অর্থাৎ সেই করণগুলির কার্য) দশধা (দশ প্রকার) আহার্যম্ (আহার্য) ধার্যম্ (ধার্য) প্রকাশ্যম্ চ (ও প্রকাশ্য)।

অনুবাদ ঃ করণ ত্রয়োদশবিধ। সেইগুলি আহরণ, ধারণ ও প্রকাশকর। সেইগুলির কার্য দশ প্রকার। (এইগুলি) আহার্য, ধার্য, প্রকাশ (ভেদে তিন প্রকার)।

মন্তব্য ঃ ইন্দ্রিয়সমূহ তেরটি যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এইগুলি আহরক, ধারক ও প্রকাশকভেদে তিনপ্রকার, যথা—মন ও দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়)-আহরক, অহঙ্কারটি ধারক এবং বুদ্ধিটি প্রকাশক। এই সমস্ত করণের কার্য দশপ্রকার যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দ,

স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং কর্মেন্দ্রিয়ের বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ। এই দশটি বিষয় আবার আহার্য, ধার্য ও প্রকাশ্যভেদে ত্রিবিধ। আহরণের বিষয় আহার্য, ধারণের ধার্য এবং প্রকাশের প্রকাশ্য।

ইন্দ্রিয় তেরটি হয় কারিকাটি কয়।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি রয় ॥
অহঙ্কার যুক্ত এতে অন্যথা না হয়।
আহরক, ধারক বা প্রকাশক কয় ॥

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্ ।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্ ॥৩৩॥

অন্বয় ঃ অন্তঃকরণম্ (অন্তঃকরণ) ত্রিবিধম্ (ত্রিবিধ), বাহ্যম্ (বাহ্য ইন্দ্রিয়) দশধা (দশপ্রকার), ত্রয়স্য (তিনটির) বিষয়াখ্যম্ (বিষয়াখ্য) বাহ্যম্ (বাহ্য) সাম্প্রতকালম্ (সাম্প্রতকাল অর্থাৎ বর্তমানকাল), আভ্যন্তরম্ (আভ্যন্তর) করণম্ (করণ) ত্রিকালম্ (ত্রিকাল)।

অনুবাদ ঃ অন্তঃকরণ ত্রিবিধ, যথা—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার; এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ দশপ্রকার বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়, বাহ্যকরণ বর্তমানকাল-সম্বন্ধীয়, অন্তকরণ ত্রিকাল, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয়।

মন্তব্য ঃ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটি অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়। দশবিধ বাহ্যকরণ, যথা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ইহাদের বিষয়। বাহ্যকরণ কেবল বর্তমানকালের বিষয়ই গ্রহণ করে। কিন্তু

এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনকালেরই বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

বুদ্ধি অহঙ্কার মন যে অন্তঃকরণ।
ত্রিকাল বিষয় এরা করে যে গ্রহণ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় বাহ্য যে দশটি।
বর্তমানেই এদের রহে সম্বন্ধটি ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষবিষয়াণি।
বাগ্‌ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণি তু পঞ্চবিষয়াণি ॥৩৪॥

অন্বয় ঃ তেষাং (তাহাদের অর্থাৎ সেই বাহ্য দশবিধ ইন্দ্রিয় মধ্যে) পঞ্চ (পাঁচটি) বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি (বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুলি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি) বিশেষ-অবিশেষ-বিষয়াণি (বিশেষ অর্থাৎ স্থূল পঞ্চভূত, অবিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র-বিষয়াণি অর্থাৎ এইগুলিকে বিষয় করে)। বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) শব্দবিষয়া (শব্দ বিষয়) ভবতি (হয়) শেষাণি তু (অবশিষ্টগুলি কিন্তু) পঞ্চবিষয়াণি (পঞ্চবিষয় সম্বন্ধযুক্ত)।

অনুবাদ ঃ বাহ্য দশবিধ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতগণকে গ্রহণ করে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাগিন্দ্রিয়, স্থূল শব্দকে মাত্র গ্রহণ করে। অবশিষ্ট গুলি পঞ্চভূতকেই গ্রহণ করে।

মন্তব্য ঃ দশপ্রকার বাহ্য ইন্দ্রিয়মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় স্থূল ও সূক্ষ্মভূতগণকে বিষয় বা গ্রহণ করে। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় মধ্যে বাক্ কেবল

শব্দকেই বিষয় করে, অবশিষ্ট চারটি শব্দাদি পঞ্চভূতকেই গ্রহণ করিয়া বা বিষয় করিয়া কার্যকরী হয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় স্থূল সূক্ষ্মভূত।
কারিকাতে স্পষ্টভাবে যাহা উল্লিখিত ॥
বাক্‌ছাড়া কর্মেন্দ্রিয়ের হয় পঞ্চভূত।
বাক্‌টি শব্দবিষয়া এই সাংখ্যমত ॥

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি ॥৩৫॥

অন্বয় ঃ যস্মাৎ (যেহেতু) সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ (সান্তঃ করণা-অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন ও অহঙ্কারের সহিত বর্তমান যে বুদ্ধি) সর্বং বিষয়ম্ অবগাহতে (সমস্তবিষয় অবগাহন করে অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালের বিষয় গ্রহণ করে) তস্মাৎ (সেইজন্য) ত্রিবিধম্ (ত্রিবিধ) করণম্ (করণ) দ্বারি (দ্বারী বা দারোয়ান অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) শেষাণি (শেষগুলি অর্থাৎ অবশিষ্ট বাহ্য দশটি ইন্দ্রিয়) দ্বারাণি (দ্বারসমূহ)।

অনুবাদ ঃ যেহেতু অন্তঃকরণাসহিতবুদ্ধি সমস্তবিষয়ে অবগাহন করে অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ করে সেইজন্য ত্রিবিধ করণ দ্বারী এবং অবশিষ্টগুলি অর্থাৎ বাহ্য দশটি ইন্দ্রিয় দ্বারস্বরূপ।

মন্তব্য ঃ যেহেতু বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারের সহিত সর্ববিষয় গ্রহণ করে সেইজন্য এই ত্রিবিধ করণ দ্বারী এবং অবশিষ্ট দশটি দ্বার স্বরূপ। দ্বারী বা দারোয়ান যেরূপ দ্বার দিয়া লোকজনকে ভিতরে আনে ও বাহির

করে সেইরূপ অন্তঃকরণ তিনটি, বাহ্য দশটি করণের দ্বারা বিষয় গ্রহণ ও বর্জন করে।

ত্রিবিধ অন্তঃকরণ সদা দ্বারী হয়।
সর্ববিষয় গ্রহণে সদা ব্যস্ত রয় ॥
বাহ্যেন্দ্রিয় দশটি যে এতে দ্বার কয়।
যাদের মাধ্যমে এই গ্রহণটি হয় ॥

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥৩৬॥

অন্বয় ঃ এতে গুণবিশেষাঃ (এইগুলি অর্থাৎ দশটি বাহ্যেন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কার, গুণবিশেষগুলি) প্রদীপকল্পাঃ (প্রদীপ সদৃশ) পরস্পর বিলক্ষণাঃ (পরস্পর বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক) পুরুষস্য (পুরুষের) কৃৎস্নম্ অর্থম্ (সমগ্র অর্থ অর্থাৎ সমস্তভোগ্য বিষয়) প্রকাশ্য (প্রকাশ করিয়া) বুদ্ধৌ (বুদ্ধিতে) প্রযচ্ছন্তি (প্রদান করে অর্থাৎ বুদ্ধিকে দেয়)।

অনুবাদ ঃ এই গুণবিশেষগুলি প্রদীপসদৃশ পরস্পর পৃথক। পুরুষের সমস্ত ভোগ্য বিষয় প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে।

মন্তব্য ঃ এই বাহ্য দশ ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও সত্ত্বাদি গুণসমূহ প্রদীপতুল্য অর্থাৎ প্রদীপের মতো বিষয়ের অবভাসক। কিন্তু পরস্পর বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক, এইগুলি পুরুষের ভোগ্য সমস্ত বিষয়ই বুদ্ধিকে প্রদান করে। প্রদীপের যেমন, আধার, সলিতা, তৈল পরস্পর পৃথক হইলেও পরস্পরের সহযোগিতায় অগ্নি প্রজ্বলিত হয় ও আলো দেয়,

সেইরূপ ইহাদের সকলের সহযোগিতায় পুরুষের সমস্ত ভোগ্য বস্তু বুদ্ধিকে প্রদানের ফলে পুরুষে সবকিছু অর্পিত হয়।

বুদ্ধি ছাড়া সর্বেন্দ্রিয় প্রদীপের মতো।
বিশেষের প্রকাশক হয় যে সতত ॥
পুরুষের জন্য সব প্রকাশ করিয়া।
বুদ্ধিকে প্রদান করে আলস্য ছাড়িয়া ॥

সর্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ। JA17 III
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ॥৩৭॥

অন্বয় ঃ যস্মাৎ (যেহেতু) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পুরুষস্য (পুরুষের) সর্বম্ (সমস্তই) প্রতি-উপভোগম্ (প্রত্যেকটি উপভোগই) সাধয়তি (সাধন করে)। পুনঃ (পুনরায়) সা এব চ (সেই বুদ্ধিই) সূক্ষ্মম্ (সূক্ষ্ম) প্রধানপুরুষান্তরম্ (প্রধান ও পুরুষের ভেদ) বিশিনষ্টি (বিশেষিত করে অর্থাৎ প্রকাশ করে)।

অনুবাদ ঃ যেহেতু বুদ্ধি পুরুষের সকল প্রকার ভোগই সাধন করে, সেইহেতু সেই বুদ্ধিই পুনঃ প্রধান ও পুরুষের মধ্যে সূক্ষ্ম অন্তর বা পার্থক্য বিশেষিত করে।

মন্তব্য ঃ যেহেতু বুদ্ধি পুরুষের সংসার দশাতে সর্বপ্রকার ভোগ প্রদান করে, সেইহেতু সেই বুদ্ধিই পুনরায় সূক্ষ্ম বা দুর্বিজ্ঞেয় প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ বা বিবেক-জ্ঞান বিশেষ করে বা বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তাই বুদ্ধির সামর্থ্য বা শক্তিটি নিশ্চয়ই স্মরণীয়।

পুরুষের ভোগ্য সব বুদ্ধিই যোগায়।
প্রকাশিত করে পুনঃ মুক্তির উপায় ॥
প্রধান ও পুরুষেতে সূক্ষ্ম যে প্রভেদ।
বিশেষিত করে এটি ভোগে পড়ে ছেদ ॥

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ ॥৩৮॥

অন্বয় : তন্মাত্রাণি (তন্মাত্রগুলি অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র) অবিশেষাঃ (অবিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্ম) তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ (সেই পাঁচটি হইতে) পঞ্চভূতানি (পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত) [উৎপন্ন হয়] এতে বিশেষাঃ (এইগুলি বিশেষ অর্থাৎ স্থূল) শান্তাঃ ঘোরাঃ চ মূঢ়াঃ চ (শান্ত,ঘোর ও মূঢ়) স্মৃতাঃ(স্মৃতা হয় ব বলা হয়)[অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মকত্ব হেতু সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ভেদে সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক হয়]।

অনুবাদ : পঞ্চতন্মাত্রগুলি অবিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্ম। সেই পাঁচটি তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত (পঞ্চ স্থূল ভূত) উৎপন্ন হয়। এইগুলি বিশেষ অর্থাৎ স্থূল—শান্ত, ঘোর ও মূঢ় (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) স্বভাবের হয়।

মন্তব্য : পঞ্চতন্মাত্রকে অবিশেষ বা সূক্ষ্মভূত বলা হয়। এই পাঁচটি হইতে বিশেষ বা পঞ্চস্থূলভূত উৎপন্ন হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এইগুলি যথাক্রমে শান্ত, ঘোর ও মূঢ় স্বভাবের হয়।

তন্মাত্র হইতে জাত পঞ্চস্থূলভূত।
অবিশেষ তন্মাত্রটি অন্য স্থূল স্মৃত ॥
অবিশেষ সূক্ষ্ম এবং বিশেষটি স্থূল।
কারিকাতে যে কথাটি স্পষ্ট বলা হলো ॥

সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্তন্তে ॥৩৯॥

অন্বয় : সূক্ষ্মাঃ (সূক্ষ্মগুলি অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরগুলি) মাতাপিতৃজাঃ (মাতা পিতা হইতে জাত) প্রভূতৈঃ সহ (প্রভূতসমূহের সহিত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের সহিত) বিশেষাঃ (বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চস্থূলভূত) ত্রিধাঃ স্যুঃ (তিন প্রকার হইয়া থাকে)। তেষাং (তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ সেই ত্রিবিধ বা সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর এবং পঞ্চভূতের মধ্যে) সূক্ষ্মাঃ নিয়তাঃ (সূক্ষ্মগুলি নিয়ত অর্থাৎ নিত্য) মাতাপিতৃজাঃ (মাতা ও পিতা হইতে জাত অর্থাৎ স্থূল শরীর) নিবর্তন্তে (নিবর্তিত হয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়)।

অনুবাদ : সূক্ষ্ম শরীরগুলি, মাতা পিতা হইতে জাত স্থূল শরীরগুলি, পঞ্চমহাভূতের সহিত বিশেষগুলি তিনপ্রকার হয়। উহাদের মধ্যে সূক্ষ্মগুলি নিত্য, মাতাপিতৃজ দেহগুলি নিবর্তিত হয় বা বিনষ্ট হয়।

মন্তব্য : সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর এবং পঞ্চমহাভূত এই তিনের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর প্রলয় কাল পর্যন্ত নিয়ত বা নিত্য। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান জন্মিলে সূক্ষ্মশরীরও বিনষ্ট হয় এবং পুরুষের মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । স্থূল শরীর যথাকালে বিনষ্ট হয় যাহাকে সহজ কথায় দেহত্যাগ বা মৃত্যু বলে।

সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর পঞ্চমহাভূত।
এই তিন ভেদ রহে সাংখ্যের সম্মত ॥
সূক্ষ্মটিই স্থায়ী হয় প্রলয় পর্যন্ত।
স্থূলটির বিনাশই কথিত দেহান্ত ॥

**পূর্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্ ॥৪০॥**

অন্বয় ঃ পূর্বোৎপন্নম্ (পূর্বোৎপন্ন অর্থাৎ স্থূলশরীরের পূর্বে অথবা সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন) অসক্তম্ (অব্যাহত বা অপ্রতিহত গতি) নিয়তম্ (নিয়ত-নিত্য) নিরুপভোগম্ (উপভোগে অসমর্থ) ভাবৈঃ (ভাবসমূহ দ্বারা) অধিবাসিতম্ (অধিবাসিত বা বিদ্যমান) মহদাদি সূক্ষ্ম পর্যন্তম্ (মহৎ হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র পর্যন্ত) লিঙ্গম্ (লিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর) সংসরতি (সংসরণ অর্থাৎ দেব মনুষ্যাদিলোকে বিচরণ করে)।

অনুবাদ ঃ সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন, অপ্রতিহত গতি, ভোগে অসমর্থ, ভাবসমূহ দ্বারা অধিবাসিত, মহৎ ইত্যাদি হইতে শুরু করিয়া সূক্ষ্মপঞ্চতন্মাত্র পর্যন্ত, লিঙ্গশরীর সংসরণ করে অর্থাৎ দেব মনুষ্যাদিলোকে বিচরণ করে।

মন্তব্য ঃ সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন, অপ্রতিহত, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বপর্যন্ত স্থায়ী, স্থূল শরীরের সাহায্য ব্যতীত বিষয়াদি ভোগে অসমর্থ, ধর্ম, অধর্মাদি ভাবসমূহের দ্বারা অধিবাসিত (অধিষ্ঠিত), মহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র পর্যন্ত অষ্টাদশ অবয়ববিশিষ্ট (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার)। ইহা দেব, মনুষ্য ও তির্যগ্ যোনিতে সংসরণ করে।

সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীর কভু ভিন্ন নয়।
অষ্টাদশ অবয়ব ইহারি তো হয় ॥
এরই বৈশিষ্ট্য সব বিংশতিতে রয়।
পূর্বসৃষ্টি মাধ্যমে যাহা ব্যক্ত হয় ॥

**চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনাঽবিশেষৈর্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥৪১॥**

অন্বয় ঃ আশ্রয়ম্ ঋতে (আশ্রয় ব্যতীত) যথা (যেমন) চিত্রং (চিত্র) স্থাণু-আদিভ্যঃ বিনা (বৃক্ষাদি ব্যতীত) যথা ছায়া (যেমন ছায়া) ন তিষ্ঠতি (থাকে না) তদ্বৎ (সেইরূপ) অবিশেষৈঃ বিনা (অবিশেষসমূহ ব্যতীত) নিরাশ্রয়ম্ (নিরাশ্রয়) লিঙ্গম্ (লিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর) ন তিষ্ঠতি (থাকে না)।

অনুবাদ ঃ যেমন চিত্র আশ্রয় ছাড়া, ছায়া বৃক্ষাদি বিনা থাকে না, সেইরূপ লিঙ্গ শরীর অবিশেষসমূহ ব্যতীত নিরাশ্রয় থাকে না।

মন্তব্য ঃ যেমন আশ্রয় ব্যতীত চিত্র,বৃক্ষাদি ব্যতীত ছায়া থাকে না সেইরূপ অবিশেষ বিনা অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র ছাড়া নিরাশ্রয় লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না।

নিরাশ্রয় থাকে নাকো চিত্র আর ছায়া।
সেইরূপ লিঙ্গকায়া তন্মাত্র আশ্রয়া ॥
লিঙ্গদেহ বিশেষত্ব এটিও নিশ্চয়।
সাংখ্যমতে নয় শুধু অন্যেরাও কয় ॥

**পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভূত্বযোগান্নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্ ॥৪২॥**

অন্বয়. ঃ পুরুষার্থহেতুকম্ (পুরুষার্থ যাহার হেতু বা প্রবর্তক সেই সূক্ষ্ম শরীর) ইদম্ (এই) লিঙ্গম্ (লিঙ্গশরীর) নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন (নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক অর্থাৎ কারণ ও কার্য প্রসঙ্গ দ্বারা) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) বিভুত্ব যোগাৎ (বিভূত্বযোগবশতঃ) নটবৎ (নটসদৃশ) ব্যবতিষ্ঠতে (বিশেষভাবে অবস্থান করে)।

অনুবাদ ঃ পুরুষার্থ যাহার হেতু সেই লিঙ্গশরীর নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক প্রসঙ্গ দ্বারা প্রকৃতির বিভূত্ব যোগবশতঃ নটবৎ বিশেষ ভাবে অবস্থান করে।

মন্তব্য ঃ পুরুষার্থত্ব হেতুক এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর। নিমিত্ত কারণ এবং নৈমিত্তিক কার্য, তাই সহজ কথায় কার্যকারণ সম্বন্ধবশতঃ প্রকৃতির বিভূত্বযোগাৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপিত্ব হেতু নটবৎ—অভিনেতার মতো বিশেষভাবে অর্থাৎ নানাভাবে অবস্থান করে।

পুরুষার্থ হেতুকই যে লিঙ্গ শরীর ।
কার্যকারণ সম্বন্ধ সাথে প্রকৃতির ॥
প্রকৃতি বিভূত্ব যোগে নটসম যাহা।
অবস্থান করে সদা উল্লিখিত তাহা ॥

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ ॥৪৩॥

অন্বয় ঃ ধর্মাদ্যাঃ ভাবাঃ (ধর্মাদি ভাবসমূহ) সাংসিদ্ধিকাঃ (সংসিদ্ধি অর্থাৎ স্বাভাবিক) প্রাকৃতিকাঃ (প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতিজাত) বৈকৃতিকাঃ চ (এবং বৈকৃতিক) করণাশ্রয়িণঃ দৃষ্টাঃ (করণাশ্রয়ী দৃষ্ট) কললাদ্যাঃ চ (এবং কললাদি) কার্যাশ্রয়িণঃ (কার্যাশ্রয়ী)।

অনুবাদ ঃ ধর্মাদি ভাবসমূহ সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক এবং বৈকৃতিক, করণাশ্রয়ী দৃষ্ট হয় এবং কললাদি কার্যাশ্রয়ী।

মন্তব্য ঃ ধর্মাদি অর্থাৎ ধর্ম, অধর্ম, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান এইগুলি সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতিজাত এবং বৈকৃতিক অর্থাৎ শিক্ষা ও আচরণদ্বারা জাত, যেমন আচার্য ও শাস্ত্র হইতে জ্ঞান জন্মে। এইগুলি (ধর্মাদি অষ্টবিধ ভাব)

ইন্দ্রিয়গুলিকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং কলল (কলল [গর্ভাশয়াদি], অর্বুদ [আব] প্রভৃতি গর্ভে থাকাকালীন শরীরের প্রাথমিক অবস্থা এবং বাল্য, যৌবন, জরা প্রভৃতি জীবিতকালীন অবস্থা) প্রভৃতি কার্য বা দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

ধর্মাদি সাংসিদ্ধিক প্রাকৃতিক হয়।
বৈকৃতিক কতিপয় এর মধ্যে রয় ॥
করণ-কললাশ্রয়ী ইহাও নিশ্চয়।
ইহাই তো উল্লিখিত কারিকায় হয় ॥

ধর্মেণ গমনমূর্ধ্বং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ ॥৪৪॥

অন্বয় ঃ ধর্মেণ (ধর্মদ্বারা) উর্ধ্বং (উর্ধ্ব) গমনম্ (গমন) ভবতি (হয়), অধর্মেণ (অধর্ম দ্বারা) অধস্তাৎ (অধঃ) গমনম্ ভবতি (গমন হয়)। জ্ঞানেন চ (এবং জ্ঞান দ্বারা) অপবর্গঃ (অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি), বিপর্যয়াৎ (বিপর্যয় অর্থাৎ বিপরীত হইতে) বন্ধঃ চ ইষ্যতে (বন্ধ অর্থাৎ বন্ধন হয়)।

অনুবাদ ঃ ধর্মদ্বারা উর্দ্ধগমন, অধর্মদ্বারা অধোগমন। জ্ঞানদ্বারা অপবর্গ এবং বিপর্যয় অর্থাৎ ইহার বিপরীত হইতে বন্ধন হয়।

মন্তব্য ঃ ধর্মদ্বারা জীবের উর্ধ্বলোকাদিতে গমন হয়। অধর্ম দ্বারা নরকাদিতে গমন (পতন) হয়। জ্ঞান দ্বারা অপবর্গ হয় এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে সংসার বন্ধন হয়।

ধর্ম দ্বারা উর্ধ্বগতি অধর্মেতে অধঃ।
জ্ঞান দ্বারা অপবর্গ অজ্ঞানেতে বন্ধঃ ॥
এই দুই জীবগতি কারিকাতে রয়।
প্রত্যেকের স্মরণীয়া সন্দেহ না হয় ॥

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাৎ।
ঐশ্বর্যাদবিঘাতো বিপর্যয়াত্তদ্বিপর্যাসঃ ॥৪৫॥

অন্বয় ঃ বৈরাগ্যাৎ (বৈরাগ্য হইতে) প্রকৃতিলয়ঃ (প্রকৃতি লয়), রাজসাৎ (রাজস হেতু) রাগাৎ (বিষয়ানুরাগ হইতে) সংসারঃ ভবতি (সংসার হয়) ঐশ্চর্যাৎ (ঐশ্বর্য হইতে) অবিঘাতঃ (অবিঘাত) বিপর্যয়াৎ (বিপর্যয় অর্থাৎ বিপরীত হইতে) তৎ বিপর্যাসঃ (তাহার বিপর্যাস অর্থাৎ ব্যাঘাত হয়)।

অনুবাদ ঃ বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতিলয়, রাজস হেতু বিষয়ানুরাগ হইতে সংসার, ঐশ্বর্য হইতে (ইচ্ছার) অবিঘাত বা অপ্রতিহত এবং বিপর্যয় হইতে (ইচ্ছার) বিপর্যাস অর্থাৎ ব্যাঘাত হয়।

মন্তব্য ঃ বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতিলয় হয় অর্থাৎ যাহার কেবল বৈরাগ্য হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই তাহারই সূক্ষ্মশরীর অষ্টপ্রকৃতিতে লয় হয়, অপবর্গ বা মোক্ষলাভ হয় না । রজোগুণজাত বিষয়ানুরাগ হইতে সংসার হয়। ব্রহ্মাদিলোক প্রাপ্তিকেও সংসার বলে। অণিমাদি ঐশ্বর্য হইতে ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তি অবিঘাত অর্থাৎ অপ্রতিহত হয়, কিন্তু মোক্ষ হয় না। এর বিপরীত অনৈশ্বর্য হইতে জীবের বিপর্যাস অর্থাৎ বিঘাত হয় (ইচ্ছা লাভে বাধা প্রাপ্ত হয়)। ঈপ্সিত বস্তু লাভের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না।

বৈরাগ্যে প্রকৃতিলয় সংসার রাগেতে।
ঐশ্বর্যতে অবিঘাত বিঘ্ন বিপরীতে ॥
ইহাইতো রহিয়াছে এই কারিকায় ।
সংক্ষেপেতে এর বেশি বলা নাহি যায় ॥

এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ ॥৪৬॥

অন্বয় ঃ এষ প্রত্যয়সর্গঃ (এই প্রত্যয়সর্গ অর্থাৎ বুদ্ধির কার্য) বিপর্যয়-অশক্তি-তুষ্টি সিদ্ধি-আখ্যঃ (বিপর্যয় বা ভ্রান্তি, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি-আখ্য) গুণবৈষম্য বিমর্দাৎ (গুণবৈষম্য বিমর্দবশতঃ) তস্য চ (এবং তাহার অর্থাৎ এই প্রত্যয়সর্গের) ভেদাঃ তু পঞ্চাশৎ (পঞ্চাশ প্রকার ভেদ)।

অনুবাদ ঃ এই প্রত্যয়সর্গ বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি বলিয়া খ্যাত এবং গুণ বৈষম্য বিমর্দ বা অভিভব হেতু ইহার পঞ্চাশৎ ভেদ বা প্রকার।

মন্তব্য ঃ বিপর্যয়, অশক্তি,তুষ্টি ও সিদ্ধি এই চারিটি প্রত্যয়সর্গ অর্থাৎ বুদ্ধির সৃষ্টি বা কার্য। ত্রিগুণের বৈষম্যবশতঃ এই চারিটি আবার পঞ্চাশৎ প্রকার হইয়া থাকে। বিপর্যয় শব্দে ভ্রমজ্ঞান বা সংশয় বুঝায়, যথা স্থাণু বা পুরুষ। ইন্দ্রিয় বৈকল্যে বুদ্ধির যে অসামর্থ্য তাহাকে অশক্তি বলে যেমন ক্ষীণদৃষ্টিতে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয় না। কোন কিছু জানিতে ইচ্ছা না করা রূপ যে সন্তোষ তাহাকে তুষ্টি বলে এবং কোন কিছুর নিশ্চিতজ্ঞানকে সিদ্ধি বলে। বিপর্যয়ে অজ্ঞান এবং সিদ্ধিতে জ্ঞান, অশক্তিতে অনৈশ্বর্য, অবৈরাগ্য ও অধর্ম এবং তুষ্টিতে ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য ও ধর্ম থাকে।

বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি সিদ্ধি-খ্যাত।
(চারিটি) প্রত্যয়সর্গ- সাংখ্যের সম্মত ॥
ত্রিগুণ-বৈষম্য হেতু এই চারিটিই ।
পঞ্চাশৎ প্রকার হয় সিদ্ধান্ত ইহাই ॥

পঞ্চবিপর্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥৪৭॥

অন্বয় ঃ পঞ্চবিপর্যয়ভেদাঃ (পাঁচটি বিপর্যয় ভেদ) ভবন্তি (হয়) করণবৈকল্যাৎ অশক্তিঃ চ (এবং করণ-বৈকল্য হেতু অশক্তি) অষ্টাবিংশতি-ভেদাঃ (অষ্টাবিংশ প্রকার) তুষ্টিঃ নবধা (তুষ্টি নয় প্রকার) অষ্টধা সিদ্ধিঃ (আট প্রকার সিদ্ধি)।

অনুবাদ ঃ বিপর্যয় পাঁচ প্রকার হয়, করণ বৈকল্যবশতঃ অশক্তিটি অষ্টাবিংশ প্রকার এবং তুষ্টি নয় প্রকার, সিদ্ধিটি আট প্রকার (তমঃ , মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও অন্ধতামিশ্রভেদে বিপর্যয় পাঁচ প্রকার)

মন্তব্য ঃ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ প্রত্যয় সর্গের (বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন) ইন্দ্রিয় বৈকল্য হেতু নানাবিধ হইয়া থাকে। যথা বিপর্যয় পাঁচ প্রকার, অশক্তি অষ্টবিংশতি প্রকার, তুষ্টি নয় প্রকার ও সিদ্ধি আট প্রকার। তমঃ , মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও অন্ধতামিশ্রভেদে বিপর্যয় পাঁচ প্রকার।

বিপর্যয় ভেদপঞ্চ আটাশ অশক্তি।
তুষ্টিটি নবধা হয় এই সাংখ্য উক্তি ॥
সিদ্ধিটি অষ্টপ্রকার ইহাইতো রয়।
করণবৈকল্য হেতু অন্য কিছু নয় ॥

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ ॥৪৮॥

অন্বয় ঃ তমসঃ (অবিদ্যা) মোহস্য চ (ও মোহের বা অস্মিতার) অষ্টবিধঃ

ভেদঃ (আটপ্রকার ভেদ) মহামোহঃ দশবিধঃ (মহামোহ বা আসক্তি দশ প্রকার)। তামিস্রঃ তথা অন্ধতামিস্রঃ অষ্টাদশধা ভবতি (তামিস্র বা দ্বেষ এবং অন্ধতামিস্র বা মৃত্যুভয় অষ্টাদশ প্রকার হয়)।

অনুবাদ ঃ তমঃ ও মোহের অষ্টবিধ ভেদ, মহামোহ দশ প্রকার, তামিস্র, এবং অন্ধতামিস্র উভয়ই অষ্টাদশ প্রকার হয়।

মন্তব্য ঃ অবিদ্যাই তমঃ বা মিথ্যাজ্ঞান। অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রকে অর্থাৎ এই আটটিকে তমঃ বলে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃই জীব এই আটটি বিষয়ে অভিমান করে। সুখকর ভোগ্যবিষয় তৃষ্ণাকেই মহামোহ বলে। ইহা দশপ্রকার। ইহার বিষয় শব্দাদি পাঁচটি দিব্য (অলৌকিক) ও অদিব্যভেদে (লৌকিক) দশপ্রকার হয়। দুঃখকর বিষয়ে দ্বেষই তামিস্র এবং মৃত্যুভয়কে অন্ধতামিস্র বলে ইহারা প্রত্যেকটি অষ্টাদশ প্রকারের হয়।

তমঃ মোহ উভয়েই অষ্টপ্রকারের।
দশটি প্রকার হয় এ-মহামোহের ॥
তামিস্র অন্ধতামিস্র অষ্টাদশ হয়।
কারিকাতে এইভেদ উল্লিখিত রয় ॥

একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশ বধা বুদ্ধের্বিপর্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্ ॥৪৯॥

অন্বয় ঃ বুদ্ধিবধৈঃ সহ (বুদ্ধি বধের সহিত) একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ (একাদশ-ইন্দ্রিয়বধ) অশক্তিঃ উদ্দিষ্টা (অশক্তি বলিয়া কথিতা) তুষ্টি-সিদ্ধীনাম্ (তুষ্টি ও সিদ্ধি-সমূহের) বিপর্যয়াৎ (বিপর্যয়বশতঃ) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) বধাঃ (বধ বা অসামর্থ্য) সপ্তদশ (সপ্তদশ)।

অনুবাদ ঃ বুদ্ধিবধের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়বধ অশক্তি বলিয়া কথিতা। তুষ্টি ও সিদ্ধিসমূহের বিপর্যয় বা ভ্রম বা অসামর্থ্য হেতু বুদ্ধির বধ সপ্তদশ প্রকার।

মন্তব্য ঃ বুদ্ধিবধ বলিতে বুদ্ধির অসামর্থ্য বা অপূর্ণতাই বুঝায়। এইরূপে ইন্দ্রিয়বধ বলিতে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়গ্রহণে অসামার্থ্য বুঝায়, যথা—অন্ধতা, বধিরতা ইত্যাদি। এই বুদ্ধিবধ বা অসামর্থ্য ও ইন্দ্রিয়বধ বা বৈকল্য হলো অশক্তি। নববিধ তুষ্টি ও অষ্টবিধ সিদ্ধির অভাব বা অসামর্থ্য হইতেই বুদ্ধির সপ্তদশপ্রকার বধ বা অক্ষমতা হয়।

বুদ্ধিবধ সপ্তদশ ও ইন্দ্রিয়বধ।
অশক্তি বলে কথিতা নাই নাম ভেদ ॥
বধত্ব-অসামর্থ্যই কভু ভিন্ন নয়।
কারিকাতে বধগুলি নির্ধারিত রয় ॥

আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদনকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নবচতুষ্টয়োঽভিহিতাঃ ॥৫০॥

অন্বয় ঃ আধ্যাত্মিক্যঃ চতস্রঃ (আধ্যাত্মিক [তুষ্টি] চারি প্রকার) প্রকৃতি-উপাদান-কাল-ভাগ্য-আখ্যাঃ (প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য আখ্যা যেগুলির) বিষয়োপরমাৎ বাহ্যাঃ পঞ্চ (বিষয়োপরম বশতঃ বাহ্যতুষ্টি পাঁচ প্রকার)। নব চ তুষ্টয়ঃ অভিহিতাঃ (এই নয়টি তুষ্টি নামে অভিহিতা হয় বা কথিতা হয়)।

অনুবাদ ঃ প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য নামে আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারপ্রকার। বিষয়োপরম হেতু বাহ্যতুষ্টি পাঁচ প্রকার।

[এইভাবে] এই দুইটি মিলিয়া তুষ্টি নয় প্রকার বলিয়া অভিহিতা বা কথিতা।

মন্তব্য ঃ কেউ কেউ মনে করে আত্ম সাক্ষাৎকার বা মুক্তি প্রকৃতির কার্য, উহা প্রকৃতিই করিবে, সেজন্য ধ্যানাভ্যাসাদির প্রয়োজন নাই। এইভাবে প্রকৃতিতে যে তুষ্টি হয় তাহাকে প্রকৃতি-তুষ্টি বলে। শুধুমাত্র বাহ্যিক চিহ্ন ধারণরূপ বাহ্যিক উপাদান গ্রহণে যে তুষ্টি হয় তাহাকে উপাদান-তুষ্টি বলে। কালতুষ্টি হলো জ্ঞানে অপ্রবৃত্তিবশতঃ কালে স্বতঃই মুক্তি হইবে ভাবিয়া নিশ্চন্ত থাকা। আবার কাহারও মতে সন্ন্যাসাদি গ্রহণ ও কাল হইতে মুক্তি হয় না। ভাগ্যবান ব্যক্তিই মুক্ত হয়—এইরূপ তুষ্টি ভাগ্য-তুষ্টি। বিষয় উপার্জনে, রক্ষায়, ক্ষয়ে, উপভোগে এবং ভোগের জন্য অপরকে পীড়নে যে দুঃখ এবং দোষ—তাহার চিন্তা করিতে করিতে যে বৈরাগ্য তাহাকে বাহ্যতুষ্টি বলে।

চার আধ্যাত্মিকী তুষ্টি পঞ্চবাহ্যা হয়।
এইভাবে তুষ্টি সংখ্যা হয়ে যায় নয় ॥
নাম নির্দেশিতে যাহা কারিকাতে রয়।
জ্ঞাতব্য নিশ্চয়ই যা সাংখ্য মতে কয় ॥

উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ ॥৫১॥

অন্বয় ঃ সিদ্ধয়ঃ অষ্টৌ (সিদ্ধি আটটি) শব্দঃ (শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণ) অধ্যয়নম্ (অধ্যয়ন) উহঃ (শাস্ত্র মনন বা বিচার) সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ (তত্ত্বজ্ঞানের জন্য জ্ঞানী বন্ধুর প্রাপ্তি অর্থাৎ সাহচর্য) দানম্ চ (এবং শোধন) ত্রয়ঃ (তিনটি অর্থাৎ তিনপ্রকার) দুঃখবিঘাতাঃ (দুঃখনিবারক বা নাশক) সিদ্ধেঃ (সিদ্ধির) পূর্বঃ ত্রিবিধিঃ (পূর্বত্রিবিধ অর্থাৎ পূর্বের তিনপ্রকার) অঙ্কুশঃ (অঙ্কুশ অর্থাৎ প্রতিবন্ধকস্বরূপ)।

অনুবাদ ঃ শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রার্থবোধ, শাস্ত্রবিচার, সুহৃৎপ্রাপ্তি, দান, ত্রিবিধদুঃখের বিনাশ—এই আট প্রকার সিদ্ধি। সিদ্ধির পূর্বে এই তিনটি—বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি, প্রতিবন্ধক বলিয়া ইহারা সিদ্ধির পূর্ব অঙ্কুশ।

মন্তব্য ঃ পুরুষার্থলাভে যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি। এই সিদ্ধিগুলি শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রার্থবোধ, শাস্ত্রবিচার, সুহৃৎপ্রাপ্তি, দান অর্থাৎ শোধন (এখানে শোধনার্থক দৈপ্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় হওয়ায় দান শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে) ও তিনটি দুঃখাভিঘাত (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—তিনটি দুঃখ বিনাশ)। সিদ্ধির পূর্বে তিনটি অঙ্কুশ অর্থাৎ প্রতিবন্ধক যথা পূর্বোক্ত বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি।

সিদ্ধিটি আটপ্রকার ত্রিবিধ অঙ্কুশ।
নিশ্চয়ই সকলের জ্ঞাতব্য সর্বশ ॥
কারিকায় এইগুলি রহে বিস্তারিত।
পাঠের আগ্রহটি বাড়ে অনবরত ॥

ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ ॥৫২॥

অন্বয় ঃ ভাবৈঃ বিনা (ভাবসমূহ ছাড়া) ন লিঙ্গম্ (লিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর হয় না) লিঙ্গেন বিনা (লিঙ্গশরীর ছাড়া) ন ভাবনির্বৃত্তিঃ (ভাব নির্বৃত্তি হয় না) তস্মাৎ (সেইজন্য) লিঙ্গাখ্য (লিঙ্গাখ্য) ভাবাখ্যঃ (ভাবাখ্য) দ্বিবিধঃ (দ্বিবিধ) সর্গঃ (সৃষ্টি) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়)।

অনুবাদ ঃ ভাবসমূহ ছাড়া লিঙ্গশরীর নাই, লিঙ্গশরীর ছাড়া ভাবনির্বৃত্তি নাই। সেইজন্য লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্য এই দুইপ্রকার সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়।

মন্তব্য ঃ ভাব বিনা অর্থাৎ সাত্ত্বিক ও তামসভাব ছাড়া লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর হয় না (সাত্ত্বিক ও তামসিক ভেদে ভাব দুইপ্রকার। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি সাত্ত্বিকভাব এবং অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য—এই চারিটি তামস ভাব।) এবং এই লিঙ্গশরীর ব্যতীত পুরুষের ধর্মাদি ভাবের নির্বৃত্তি অর্থাৎ ভোগ সম্পাদিত হয় না। সেইজন্য লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্য এই দ্বিবিধ সর্গ প্রবর্তিত রহিয়াছে।

লিঙ্গাখ্য ভাবাখ্য এই সর্গ দ্বিধা রয়।
সাংখ্যমতে এমতই স্বীকৃত যা হয় ॥
ভাববিনা লিঙ্গ নাই ইহাও তো রয়।
ভাবনির্বৃত্তিটি কভু লিঙ্গ বিনা নয় ॥

অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্যগ্যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥৫৩॥

অন্বয় ঃ দৈবঃ অষ্টবিকল্পঃ (দৈব অষ্টবিকল্প অর্থাৎ আট প্রকার) তৈর্যগ্ যোনশ্চ পঞ্চধা (তির্যগ্ যোনি পাঁচপ্রকার) মানুষ্যঃ চ একবিধঃ (এবং মানুষ এক প্রকার) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) ভৌতিকঃ সর্গঃ (ভৌতিক সর্গ) ভবতি (হয়) ।

অনুবাদ ঃ দৈব অর্থাৎ দেবযোনি আটপ্রকার, তির্যগ্ যোনি পাঁচপ্রকার মনুষ্যযোনি একপ্রকার, সংক্ষেপে এইভাবে ভৌতিক সৃষ্টি হয়।

মন্তব্য ঃ দৈবসৃষ্টি বা দেবযোনি ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই আট প্রকার। তির্যগ্যোনি পশু, পাখি, মৃগ,

সরীসৃপ ও স্থাবর—এই পাঁচ প্রকার। মনুষ্যযোনি এক প্রকার। ইহাই সংক্ষেপে ভৌতিকসৃষ্টি। ভৌতিকসৃষ্টি—অর্থাৎ-ভূত (প্রাণী) বিষয়ক সৃষ্টি।

14 প্রকার দেবযোনি আট হয় পাঁচটি তির্যক্।
মনুষ্যটি একবিধ এগুলি ভৌতিক ॥
সংক্ষেপেতে এই তত্ত্ব কারিকাতে রয়।
গ্রন্থকার উক্তি এই যুক্তিযুক্ত হয় ॥

উর্ধ্বং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তঃ ॥৫৪॥

অন্বয় ঃ উর্ধ্বম্ (উর্ধ্বে অর্থাৎ অষ্টবিধ দেবযোনি) সত্ত্ববিশালঃ (সত্ত্ববহুল) মূলতঃ চ (এবং মূলে অর্থাৎ নিম্নের তির্যগ্ যোনি) তমঃ বিশালঃ (তমোবহুল) মধ্যে (মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্য যোনিতে) রজঃ বিশালঃ (রজোবহুল) ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তঃ সর্গঃ (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত সৃষ্টি)।

অনুবাদ ঃ উর্ধ্বে অর্থাৎ দেবযোনি সত্ত্ববহুল, মূলে অর্থাৎ নিম্নে তির্যগ্‌যোনি তমোবহুল এবং মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যযোনি রজোবহুল। এইভাবে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত সৃষ্টি বলা হইল।

মন্তব্য ঃ ব্রহ্মাদি আটপ্রকার (পূর্বোক্ত কারিকা) দেবযোনি সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু সত্ত্ব বহুল বা সত্ত্বপ্রধান। পশু, পক্ষী প্রভৃতি তির্যগযোনি তমোবহুল বা তমোপ্রধান এবং মধ্যে মনুষ্যযোনিতে রজোবহুল বা রজোপ্রধান। এইভাবে ব্রহ্মাকে আদি করিয়া স্তম্ব অর্থাৎ কচি ঘাস পর্যন্ত সৃষ্টি বর্ণনা করা হইল।

গুণতারতম্যে রহে সৃষ্টি মধ্যে ভেদ।
আব্রহ্মাস্তম্ব পর্যন্ত নাহি এতে ছেদ ॥
সত্ত্ববেশি দেবগণে রজোটি মানুষে।
তমোবেশি তির্যগেতে কারিকা প্রকাশে ॥

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাঽবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্ দুঃখং স্বভাবেন ॥৫৫॥

অন্বয় ঃ তত্র (তাহাদের মধ্যে) লিঙ্গস্য আবিনিবৃত্তেঃ (লিঙ্গ শরীর নিবৃত্তি পর্যন্ত) চেতনঃ পুরুষঃ (চেতন পুরুষ) জরামরণকৃতম্ দুঃখম্ (জরামরণ-কৃত দুঃখ) প্রাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) তস্মাৎ (সেইজন্য) দুঃখম্ স্বভাবেন (এই দুঃখ স্বভাববশতঃ)।

অনুবাদ ঃ লিঙ্গশরীরের বিনিবৃত্তি পর্যন্ত চেতন পুরুষ অর্থাৎ জীব জরামরণকৃত দুঃখভোগ করে। তাই এই দুঃখ স্বাভাবিক।

মন্তব্য ঃ দেব, মনুষ্য ও তির্যক্‌শরীরে সূক্ষ্ম শরীরের নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত চেতনপুরুষ অর্থাৎ জীব জরামরণকৃত দুঃখভোগ করে, সেই জন্য পুরুষ, স্বভাববশতঃ দুঃখ ভোগ করে।

পুরুষের দুঃখভোগ লিঙ্গ বর্তমানে।
যেটির নিবৃত্তে দুঃখ যায় সেই ক্ষণে ॥
জরামরণ হইতে দুঃখটি যে হয়।
কারিকাতে সেই কথা অতিস্পষ্ট রয় ॥

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ ॥৫৬॥

অন্বয় : ইতি-মহৎ-আদি-বিশেষভূত-পর্যন্তঃ (এইরূপে মহদাদি বিশেষভূত পর্যন্ত) এষঃ আরম্ভঃ (এই আরম্ভ অর্থাৎ সৃষ্টি) প্রতি-পুরুষ-বিমোক্ষার্থং (প্রতিপুরুষ বিমোক্ষের নিমিত্ত) স্বার্থ ইব পরার্থ (নিজের প্রয়োজনের মতো অন্যের জন্য) প্রকৃতিকৃতঃ (প্রকৃতি করিয়া থাকে.)।

অনুবাদ : এইভাবে মহদাদি বিশেষভূত পর্যন্ত এই সৃষ্টি, পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত স্বকীয় স্বার্থবৎ অন্যের জন্য বা পুরুষের প্রয়োজনে প্রকৃতি করিয়া থাকে।

মন্তব্য : এইভাবে পূর্বোক্তরূপে মহদাদি বিশেষভূত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত এই সমস্ত আরম্ভ বা সৃষ্টি প্রত্যেকটি পুরুষের বিমুক্তির জন্য বা মোক্ষ বা মুক্তি লাভের জন্য, নিজপ্রয়োজনের মতো অন্যের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত প্রকৃতি দ্বারা কৃত হইয়াছে।

মহদাদি সবকিছু প্রকৃতির কৃত।
প্রতিজন মুক্তিহেতু চেষ্টাটি সতত ॥
অতীব করুণাময়ী হয় যে প্রকৃতি।
স্মরণীয়া নিশ্চয়ই ইহাই বিবৃতি ॥

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥৫৭॥

অন্বয় : যথা (যেমন) বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তম্ (বৎস অর্থাৎ গোবৎস বিবৃদ্ধি হেতু) অজ্ঞস্য ক্ষীরস্য (অজ্ঞ অর্থাৎ অচেতন দুগ্ধের) প্রবৃত্তিঃ (প্রবৃত্তি) তথা (সেইরূপ) পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তম্ (পুরুষের বিমোক্ষের জন্য) প্রধানস্য (প্রধানের) প্রবৃত্তিঃ(প্রবৃত্তি)।

অনুবাদ : যেমন বৎসবিবৃদ্ধির জন্য অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি, সেইরূপ পুরুষের বিমুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রধানের প্রবৃত্তি।

মন্তব্য : যেমন গোবৎসের বিবৃদ্ধির জন্য গোস্তন হইতে অচেতন দুগ্ধের ক্ষরণ হয়, সেইরূপ অচেতন প্রধান বা প্রকৃতির মাধ্যমেই পুরুষের মুক্তির ব্যবস্থা হয়। ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

বৎসবিবৃদ্ধি হেতু ক্ষরণ দুগ্ধের।
পুরুষ বিমোক্ষতার কার্য প্রধানের ॥
দুগ্ধ ও প্রধান হয় দুই অচেতন।
অচেতন সাহায্যেতে বাঁচে সচেতন ॥

ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বদব্যক্তম্ ॥৫৮॥

অন্বয় : যথা লোকঃ (যেমন লোক) ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থম্ (ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য) ক্রিয়াসু প্রবর্ততে (কার্যে প্রবৃত্ত হয়), তদ্বৎ (সেইরূপ) পুরুষস্য বিমোক্ষার্থম্ (পুরুষের বিমুক্তির জন্য) অব্যক্তম্ (অব্যক্ত প্রকৃতি) প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হয়)।

অনুবাদ : যেমন লোক ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষের বিমুক্তির জন্য প্রবৃত্ত হয়।

মন্তব্য : লোক যেমন ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য কার্যে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের মুক্তির জন্য প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ অব্যক্তের

সহায়তাতেই পুরুষের মুক্তি সম্ভব হয়।

ঔৎসুক্য নিবারণে লোককার্য হয়।
পুরুষের মুক্তি হেতু অব্যক্তের রয় ॥
অব্যক্তের কার্যতেই এই মুক্তি হয়।
সাংখ্যমতে ইহাইতো অন্য কিছু নয় ॥

রঙ্গস্যদর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥৫৯॥

অন্বয় : যথা নর্তকী (যেমন নর্তকী) রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা (রঙ্গ দেখাইয়া) নৃত্যাৎ (নৃত্য হইতে) নিবর্ততে (নিবর্তিতা হয়) তথা (সেইরূপ) পুরুষস্য (পুরুষের [নিকট]) আত্মানম্ (আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে) প্রকাশ্য (প্রকাশ করিয়া) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) নিবর্ততে (নিবর্তিতা হয়)।

অনুবাদ : যেমন নর্তকী রঙ্গ বা নৃত্য দেখাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষকে নিজের স্বরূপ দেখাইয়া বা পুরুষের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিয়া স্বকার্য হইতে নিবৃত্ত হয়।

মন্তব্য : যেমন নর্তকী দর্শকগণকে নৃত্য দেখাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের নিকট নিজের কার্য প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নিজের সৃষ্টি কার্য হইতে বিরত হয় অর্থাৎ প্রকৃতির স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া পুরুষ মোক্ষ লাভ করে।

নৃত্যশেষে নর্তকীর নৃত্যের নিবৃত্তি।
স্বস্বরূপ দেখাইয়া প্রকৃতি-বিরতি ॥
ইহাতেই পুরুষের মোক্ষলাভ হয়।
প্রকৃতির কার্যটিও আর নাহি রয় ॥

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্যসতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি ॥৬০॥

অন্বয় : উপকারিণী (উপকারিণী) গুণবতী (গুণবতী) নানাবিধৈরুপায়ৈঃ (নানাবিধ-উপায় দ্বারা) অনুপকারিণঃ (অনুপকারীর) অগুণস্য (নির্গুণের) সতঃ পুংসঃ (সৎ পুরুষের) তস্যার্থম্ (তাহার নিমিত্ত) অপার্থকম্ (নিঃস্বার্থভাবে) চরতি (কার্য আচরণ করে)।

অনুবাদ : উপকারিণী গুণবতী প্রকৃতি নানাবিধ উপায় দ্বারা অনুপকারী নির্গুণ সৎপুরুষের নিমিত্ত নিঃস্বার্থভাবে কার্য করে।

মন্তব্য : ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সততই পুরুষের উপকার করে তাহার ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া। পুরুষ অগুণ অর্থাৎ নির্গুণ, অনুপকারী—কাহারও উপকার করিতে সমর্থ নয়। প্রকৃতি নানাবিধ উপায়ে এই পুরুষের জন্য কার্য করিয়া থাকে তাই প্রকৃতিটি অতি ধন্যা।

অগুণ অনুপকারী পুরুষটি হন।
গুণবতী প্রকৃতিটি কভু তাহা নন ॥
পুরুষের উপকারে কার্যটি তাহার।
ইহাইতো সারমর্ম এই কারিকার ॥

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥৬১॥

অন্বয় : প্রকৃতেঃ (প্রকৃতি হইতে) সুকুমারতরং (লজ্জাশীলা) ন কিঞ্চিৎ অস্তি (আর কিছুই নাই) ইতি মে মতিঃ ভবতি (এই আমার মত হয়) যা দৃষ্টা অস্মি ইতি (আমি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছি) পুনঃ (পুনরায়) পুরুষস্য (পুরুষের) দর্শনম্ ন উপৈতি (দর্শনপ্রাপ্তা হন না)।

অনুবাদ : প্রকৃতি হইতে লজ্জাশীলা কিছুই নাই, এই আমার মত। পুরুষের দ্বারা আমি দৃষ্টা হইয়াছি মনে করিয়া প্রকৃতি পুনরায় পুরুষের দর্শনপ্রাপ্তা হন না।

মন্তব্য : প্রকৃতি হইতে লজ্জাশীলা আর কিছুই নাই। এই আমার অভিমত। যিনি, পুরুষ আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছেন মনে হইলেই আর কখনও পুরুষের দর্শন পথে আসেন না। প্রকৃতি নিবৃত্তি হওয়ামাত্রই পুরুষের আর ভোগ হন না অর্থাৎ পুরুষ মোক্ষ লাভ করেন।

প্রকৃতি লজ্জাশীলা গ্রন্থকার মত।
পুরুষ দেখেন ভেবে ছেড়ে দেন পথ ॥
দেখা আর নাহি হয় পুরুষের সাথে।
কারিকাতে ইহইতো রহে সংক্ষেপেতে ॥

তস্মান্নবধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়াপ্রকৃতিঃ ॥৬২॥

অন্বয়: তস্মাৎ (সেইজন্য) অদ্ধা (বাস্তবিকপক্ষে) কশ্চিৎ (সেই অর্থাৎ কোন পুরুষই) ন বধ্যতে (বদ্ধ হয় না) ন মুচ্যতে (মুক্ত হয় না) ন অপি সংসরতি (সংসরণ প্রাপ্ত হয় না) নানাশ্রয়াপ্রকৃতিঃ (নানাশ্রয়া প্রকৃতি) সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ (সংসার প্রাপ্তা হয়, বদ্ধা হয় ও মুক্তা হয়)।

অনুবাদ : (সেইজন্য) বাস্তবিকপক্ষে কেহই অর্থাৎ কোন পুরুষই বদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না, সংসারদশাও প্রাপ্ত হয় না, নানাশ্রয়া প্রকৃতিই সংসারদশা প্রাপ্তা হয়, বদ্ধা হয় ও মুক্তা হয়।

মন্তব্য : কোন পুরুষই বাস্তবিকপক্ষে বদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না বা

সংসারদশা প্রাপ্ত হয় না। প্রকৃতিই লিঙ্গ শরীররূপে, দেব, মনুষ্য ও তির্যগাদি স্থূলশরীর আশ্রয় করিয়া সংসারদশা প্রাপ্ত হয়, বদ্ধা হয় ও মুক্তা হয়।

বন্ধন মুক্তি সংসার পুরুষের নাই।
প্রকৃতির এই সব কারিকাতে পাই ॥
পুরুষটি যে নির্গুণ তাই নির্বিকার।
প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী তাই এ-বিকার ॥

রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥৬৩॥

অন্বয় : পুরুষার্থম্ প্রতি (পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধিনিমিত্ত বা উদ্দেশ্যে) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি বা প্রধান) সপ্তভিঃ এব তু রূপৈঃ (সপ্ত রূপের দ্বারাই) আত্মনা আত্মানম্ (নিজে নিজেকে) বধ্নাতি (বদ্ধ করেন বা বাঁধেন) সা এব চ (এবং সেই প্রকৃতিই) একরূপেণ (এক রূপ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা) (নিজেকে) বিমোচয়তি (বিমুক্ত করেন)।

অনুবাদ : পুরুষের জন্য প্রকৃতি সপ্ত রূপের দ্বারা নিজেই নিজেকে বদ্ধা করেন। তিনিই একরূপ অর্থাৎ পুরুষের জ্ঞান দ্বারা নিজেকে নিজেই বিমুক্তা করেন।

মন্তব্য : প্রকৃতি পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের উদ্দেশ্যে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য, ধর্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই সাতটি রূপের দ্বারাই নিজেকে বদ্ধা করেন। ইনিই পুনঃ পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিজেই নিজেকে মুক্তা করেন।

সপ্তরূপে বদ্ধা হন নিজেই প্রকৃতি।
পুরুষার্থ নিশ্চয়ই হয় যা সম্প্রতি ॥
তিনি পুনঃ মুক্তা হন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা।
ইহাই বলে থাকেন সাংখ্যবাদী যারা ॥

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥৬৪॥

অন্বয় ঃ এবম্ (এইরূপ) তত্ত্বাভ্যাসাৎ (তত্ত্বাভ্যাস হইতে) ন অস্মি (আমি [জড়তত্ত্ব] নহি) ন মে ([জড়তত্ত্ব] আমার নহে) ন অহম্ (আমি [জড়তত্ত্ব] নহি) ইতি (এই প্রকার) অপরিশেষম্ (অপরিশেষ অর্থাৎ নির্বিশেষ জ্ঞান) অবিপর্যয়াৎ (অসংশয়বশতঃ) বিশুদ্ধম্ (বিশুদ্ধ) কেবলম্ (অবিমিশ্র) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উৎপদ্যতে (উৎপন্ন হয়)।

অনুবাদ ঃ এইরূপ তত্ত্বাভ্যাস হইতে আমি [জড়তত্ত্ব] নহি, [জড়তত্ত্ব] আমার নহে, আমি [জড়তত্ত্বের কর্তাও] নহি; পুরুষের এই প্রকার অপরিশেষ জ্ঞান জন্মে। অবিপর্যয়বশতঃ বিশুদ্ধ অবিমিশ্র জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য ঃ তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভ্যাস হইতেই এইরূপে অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে আমি চতুর্বিংশতি জড়তত্ত্ব নই—আমি পুরুষ, এইরূপ জ্ঞান জন্মে। এই তত্ত্ব সকল আমার নয়, ইহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—আমি এই সকল জড় তত্ত্বগুলির কর্তাও নহি বলিয়া, নিরবশেষ বিশুদ্ধ অবিমিশ্র জ্ঞান জন্মে। তখনই পুরুষের মোক্ষলাভ বা অপবর্গ প্রাপ্তি হয়।

তত্ত্বাভ্যাস হইতে নির্বিশেষ জ্ঞান।
পুরুষের লাভ হয় এই তো ব্যাখ্যান ॥
জড়তত্ত্ব আমি নই নয়কো আমার।
পুনঃ পুনঃ চিন্তা করে মুক্তি যে তাহার ॥

তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ ॥৬৫॥

অন্বয় ঃ তেন (তাহা দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা) স্বস্থঃ অবস্থিতঃ (আত্মস্বরূপে অবস্থিত) পুরুষঃ (পুরুষ) নিবৃত্তপ্রসবাং (সৃষ্টি কার্য হইতে নিবৃত্ত) অর্থবশাৎ (অর্থবশতঃ অর্থাৎ [বিবেকজ্ঞানরূপ কর্মের] সামর্থ্যবশতঃ) সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্ (ধর্মাদি সপ্ত ভাবশূন্যা) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) প্রেক্ষকবৎ (নিরপেক্ষদর্শকের মতো) পশ্যতি (দেখেন)।

অনুবাদ ঃ তাহা দ্বারা আত্মস্বরূপে অবস্থিত পুরুষ, ভাবশূন্যা ও সৃষ্টিকার্য হইতে নিবৃত্তা, সামর্থ্যহেতু সপ্তভাব শূন্যা প্রকৃতিকে প্রেক্ষকের মতো দেখেন।

মন্তব্য ঃ সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আত্মস্বরূপে অবস্থিত পুরুষ, অহঙ্কারাদি কার্য হইতে বিরতা ও বিবেকজ্ঞানরূপ সাধনের সামর্থ্যবশতঃ পূর্বোক্ত ধর্মাদি সপ্তভাবশূন্যা প্রকৃতিকে উদাসীন দর্শকের মতো দেখেন।

স্বরূপে স্থিত পুরুষ এবে তত্ত্বজ্ঞানী।
সপ্তরূপবিনিবৃত্তা প্রকৃতিকে জানি ॥
প্রেক্ষক সদৃশজ্ঞানে প্রকৃতির প্রতি।
কারিকাতে ইহাইতো সংক্ষিপ্ত-বিবৃতি ॥

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥৬৬॥

অন্বয় : ময়া (আমা দ্বারা) দৃষ্টা (দৃষ্ট হইয়াছে) ইতি (এই নিশ্চয় করিয়া) একঃ উপেক্ষকঃ (এক উপেক্ষক) অহম্ দৃষ্টা (আমি দৃষ্টা হইয়াছি) ইতি (এইরূপ নিশ্চয় করিয়া) অন্যা (অন্যা অর্থাৎ প্রকৃতি) উপরমতি (উপরতা বা বিরত হন) তয়োঃ (তাহাদের উভয়ের) সংযোগে অপি সতি (সংযোগ থাকিলেও) সর্গস্য (সৃষ্টির) প্রয়োজনম্ ন অস্তি (প্রয়োজন নাই)।

অনুবাদ ঃ আমা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিয়া এক উদাসীন (পুরুষ) আমি দৃষ্ট হইয়াছি ইহা নিশ্চয় করিলে পর প্রকৃতি সৃষ্টি হইতে বিরতা হন। তাহাদের উভয়ের সংযোগ থাকিলেও প্রয়োজনের অভাববশত সৃষ্টি হয় না।

মন্তব্য ঃ আমা দ্বারা প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া পুরুষ প্রকৃতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং আমি দৃষ্ট হইয়াছি মনে করিয়া প্রকৃতিও সৃষ্টি কার্য হইতে বিরতা হন। কাজেই তখন প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ থাকিলেও আর সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।

প্রকৃতিকে দেখিয়াছি এই স্থির করে।
পুরুষের উপেক্ষাটি প্রকৃতি উপরে ॥
পুরুষটি দেখিয়াছে এইটি ভাবিয়া।
প্রকৃতির অবস্থান সৃষ্টি না করিয়া ॥

সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ ধর্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃত শরীরঃ ॥৬৭॥

J06 II

অন্বয় ঃ সম্যগ্জ্ঞানাধিগমাৎ (সম্যগ্জ্ঞান লাভ করিয়া) ধর্মাদীনাম (ধর্মাদি সমূহের) অকারণপ্রাপ্তৌ (অকারণ প্রাপ্ত হওয়াতে) ধৃতশরীরঃ (শরীরধারী) সংস্কারবশাৎ (সংস্কারবশতঃ) চক্রভ্রমিবৎ (চক্র ঘোরার মতো) তিষ্ঠতি (অবস্থান করে)।

অনুবাদ ঃ সম্যগ্জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্মাদির অকারণ (বিনাশ প্রাপ্ত) প্রাপ্ত হওয়াতে শরীরধারী সংস্কারবশতঃ চক্রঘূর্ণনের মতো অবস্থান করে।

মন্তব্য ঃ সমগ্ জ্ঞানের প্রাপ্তিতে ধর্ম-অধর্মাদিরূপ সংস্কারের ফলে উৎপাদিকা শক্তিরূপ কারণতা নষ্ট বা বিনাশপ্রাপ্ত হইবার জন্য, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কুম্ভকারের চক্র ঘূর্ণনের ন্যায় প্রারব্ধবশতঃ শরীর ধারণ করিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেই চিরতরে মুক্তি বা অপবর্গ লাভ হয়, আর দেহধারণ হয় না।

তত্ত্বজ্ঞের দেহ থাকে প্রারব্ধের বশে।
চিরতরে দেহনাশ এইটির শেষে ॥
অপবর্গ প্রাপ্তি হয় জন্ম নাহি হয়।
ইহইতো কারিকাতে স্পষ্টাক্ষরে রয় ॥

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ। J07 II
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥৬৮॥ D14 III

অন্বয় ঃ শরীরভেদে প্রাপ্তে (শরীর ভেদ প্রাপ্ত হইলে), চরিতার্থত্বাৎ (মোক্ষের চরিতার্থত্ব হেতু) প্রধানবিনিবৃত্তৌ (প্রধান বিনিবৃত্ত হইলে) ঐকান্তিকম্ (অবশ্যম্ভাবী) আত্যন্তিকম্ (সম্পূর্ণভাবে) উভয়ম্ (উভয়) কৈবল্যম্ (কৈবল্য) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ : শরীর ভেদ প্রাপ্তে (শরীর ও আত্মার ভেদজ্ঞানদৃঢ় হইলে) চরিতার্থত্ব হেতু প্রধান বিনিবৃত্ত হইলে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য প্রাপ্ত হয়।

মন্তব্য : শরীর ও আত্মার ভেদজ্ঞানদৃঢ় হইলে অথবা প্রারব্ধক্ষয়বশতঃ শরীর নাশ হইলে মোক্ষের চরিতার্থত্বহেতু প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য হইতে নিবৃত্তা হইলে, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ অবশ্যম্ভাবী ও সম্পূর্ণভাবে পরমকে প্রাপ্ত হন বা মোক্ষলাভ করেন।

শরীরভেদেই প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ।
কৈবল্যটি লাভ করেন এইতো বিশেষ ॥
সৃষ্টিকার্য হতে হন প্রকৃতি বিরতা।
কারিকার এই হয় সংক্ষেপেতে কথা ॥

পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্ ॥৬৯॥

অন্বয় : ইদম্ (এই) গুহ্যম্ (গুহ্য) পুরুষার্থজ্ঞানম্ (পুরুষার্থ জ্ঞান) পরমর্ষিণা (পরমঋষি কর্তৃক) সমাখ্যাতম্ (সম্যগ্‌রূপ ব্যাখ্যাত) যত্র (যেখানে) ভূতানাম্ (ভূতসমূহের) স্থিতি-উৎপত্তি-প্রলয়াঃ (স্থিতি-উৎপত্তি-প্রলয়) চিন্ত্যন্তে (চিন্তিত হইয়াছে)।

অনুবাদ : এই গুহ্য পুরুষার্থ-জ্ঞান পরমঋষি কর্তৃক সম্যগ্‌রূপে ব্যাখ্যাত যেখানে ভূতসমূহের স্থিতি-উৎপত্তি-প্রলয় চিন্তিত হইয়াছে।

মন্তব্য : এই গুহ্য পুরুষার্থ জ্ঞান পরমঋষি কপিল কর্তৃক সম্যগ্‌রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যেখানে ভূতসমূহের স্থিতি, উৎপত্তি ও

প্রলয়ের কথা চিন্তা করা হইয়াছে। স্থিতি—ব্রহ্মাদি পিশাচান্ত প্রাণিসমূহের অষ্টবিধলোকে অবস্থান। উৎপত্তি—প্রকৃতি হইতে মহাভূতের আবির্ভাব। প্রলয়—সৃষ্টপদার্থের প্রকৃতি লয়।

পরমর্ষি-সমাখ্যাত পুরুষার্থজ্ঞান।
নিশ্চয়ই গুহ্যএটি এইতো ব্যাখ্যান ॥
যাহাতে ভূত বর্গের স্থিত্যাদি চিন্তন।
সাংখ্য মতে যাহা হয় জ্ঞাতব্য কথন ॥

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্ ॥৭০॥

অন্বয় : মুনিঃ (মুনি) এতৎ পবিত্রম্ (এই পবিত্র) অগ্র্যম্ (উত্তম) আসুরয়ে (আসুরিকে) অনুকম্পয়া (অনুকম্পাবশতঃ) প্রদদৌ (প্রদান করিয়াছিলেন) আসুরিঃ অপি (আসুরিও) পঞ্চশিখায় (পঞ্চশিখাকে) তেন চ (তাহ দ্বারা) তন্ত্রম্ (তন্ত্র) বহুধাকৃতম্ (বহুপ্রকারে করা হইয়াছিল অর্থাৎ বিভক্ত করা হইয়াছিল)।

অনুবাদ : মুনি এই পবিত্র ও উত্তম জ্ঞান (তন্ত্র) আসুরিকে অনুকম্পাবশতঃ (করুণাবশতঃ) দিয়াছিলেন। আসুরিও পঞ্চশিখাকে দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদ্বারা এই তন্ত্র বহুধা বিভক্ত হইয়াছিল।

মন্তব্য : এই পবিত্র উত্তম সাংখ্যশাস্ত্র মহর্ষি কপিলমুনি অনুকম্পাবশতঃ (করুণাবশতঃ) শিষ্য আসুরিকে দান করিয়াছিলেন, আসুরিও পঞ্চশিখাকে দিয়াছিলেন। সেই পঞ্চশিখাকর্তৃক শাস্ত্র বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছিল অর্থাৎ বহুশিষ্যকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই পঞ্চশিখারই বিখ্যাত গ্রন্থ ষষ্টিতন্ত্র।

১ কপিল → ২ আসুরি → ৩ পঞ্চশিখা → ৪ ঈশ্বরকৃষ্ণ

অনুবাদ ঃ ক্ষুদ্র দর্পণে যেমন বৃহৎ মূর্তির প্রতিবিম্ব সম্ভব সেইরূপ সংক্ষিপ্ত এই শাস্ত্র-তন্ত্রের অর্থতঃ অসম্ভব নয়।

মন্তব্য ঃ বৃহৎমূর্তির ক্ষুদ্র দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় সমগ্র ষষ্ঠিতন্ত্রের বিষয় বস্তুর অর্থবিচার এই সাংখ্য শাস্ত্রে বা সাংখ্যকারিকায় অসম্ভব নয়।

ষষ্ঠি তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সাংখ্য কারিকাটি।
বস্তু বিচারেতে কভু হীন নহে যেটি ॥
বৃহন্মূর্তি প্রতিবিম্ব হয় যেন এটি ।
ষষ্ঠিতন্ত্র বৃহন্মূর্তি বিম্ব কারিকাটি ॥

তোমারি কৃপায় প্রভো সব হয় শেষ।
তবুও ভাবনা রহে তাই এই ক্লেশ ॥
অপার করুণা তব নিশ্চয়ই এতে।
তাই এটি শেষ হলো সেই করুণাতে ॥